পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সা:) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আ:)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৭ই মাঘ, ১৩৮২ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৬ ইং : ২৯শে মুহররম, ১৩৯৬ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শ বর্ষ
১৮ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
o আল-কুরআন : সুরা ফাতেহার তফসীর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	১
o হাদিস শরীফ : আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১১
o অমৃতবাণী : "জগতের জন্য পুণ্য ও সত্য-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিরূপিত হও।"	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১২
o জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ. এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১৪
o সত্যের আলো	মোহতরম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃআঃআঃ	২১
o সংবাদঃ	সংকলনঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৭
o রবওয়া মোকামে জমাতে-আহ্‌মদীয়ার ৮৩ম সালানা জলসার বিবরণ		২৭
o ৭৮ জন বিদেশী আহ্‌মদীর কাদিয়ান যিয়ারত		৩৪
o চট্টগ্রাম মজঃ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সেমিনার		৩৬
o মাসিক সেমিনার (বিশেষ আলোচনা সভা) নায়েব সদর মজলিসে খোঃ আঃ		৩৭
o শোক-সংবাদ		৩৯
o শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্মসুচী		৪০

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার

৫৩ তম সালানা জলসা

আগামী ৫, ৬ ও ৭ই মার্চ ১৯৭৬ইং তারিখে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ঢাকায় ৪, বকসী বাজার রোডস্থ আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে। ইন্‌শা আল্লাহ।

জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল সত্যান্বেষী শান্তিকামী ব্যক্তি আমন্ত্রিত।

بسم الله الرحمن الرحيم　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১৮ম সংখ্যা

১৭ই মাঘ, ১৩৮২ বাং : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৬ ইং : ৩১শে সুলহ্, ১৩৫৫ হিজরী শামসী

আল-কুরআন

সুরা ফাতেহার তফসীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে লিখিত]

—মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ০ আমাদিগকে সরল, সঠিক, সহজ পথে পরিচালিত কর।

শব্দার্থ : اهدنا আমাদিগকে পরিচালিত কর। ইহা هدى শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইহার এক অর্থ, সঠিক পথ দেখানো এবং সঙ্গে থাকিয়া লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানো। কুরআন করীমের শিক্ষা অনুযায়ী কোন এক মর্যাদায় পৌছানোর নাম হেদায়েত নহে, বরং একের পর এক অনন্ত মর্যাদার দিকে লইয়া যাওয়াকে হেদায়েত বুঝায়। আর এক অর্থ হইল, কাজের শক্তি ও উপযুক্ত পরিবেশ দিয়া কাজে লাগানো। ইহার আর এক অর্থ, কামিয়াবী ও বিজয় লাভ করা। صراط (সেরাত) শব্দের অর্থ, পরিষ্কার ও সমতল পথ। مستقيم (মুস্তাকিম) শব্দের অর্থ—সরল, সঠিক, সহজ ও ছোট।

তফসীর

হেদায়েত

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয়াতে এরূপ উচ্চাঙ্গের এবং পূর্ণ দোওয়া শিখানো হইয়াছে, যাহার নযীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। পথ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। (১) সমতল, সরল ছোট ও সহজ (২) বন্ধুর, বক্র এবং বিপদ-সংকুল।

আলোচ্য আয়াতে আমাদিগকে (১) দফায় লিখিত পথ চাহিতে শিখানো হইয়াছে। এই দোওয়া কোন বিশেষ একটি বিষয়ের জন্য নহে, বরং ইহা সর্ব প্রকার ছোট ও বড় প্রয়োজনের জন্য। এই দোওয়ার সাহায্যে ধর্মীয় ও পার্থিব সকল কাজেই ফায়দা লাভ করা যায়। ধর্মীয় ও পার্থিব যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্যই কোন না কোন পথ নির্দিষ্ট থাকে এবং কেবলমাত্র নির্ধারিত পথ অবলম্বন করিলেই সফলতা অর্জন করা যাইবে এবং ইহার বিপরীতে বিফল হইতে হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি কাজের সম্পাদনার জন্য বিভিন্ন পথ দেখা যায়। ঐ পথগুলির মধ্যে কতক বৈধ এবং কতক অবৈধ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোনটি শীঘ্র লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং কোনটি বিলম্বে। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে আমাদিগকে শিখানো হইয়াছে যে, আমরা যেন আল্লাহ্তায়ালার নিকট যাচনা করি যে, তিনি আমাদিগকে এমন পথে চালিত করেন, যাহা সৎ, সরল ও সহজ এবং আমরা যেন ঐ পথে চলিয়া শীঘ্র কামিয়াবী লাভ করি। এই দোওয়া কত পূর্ণাঙ্গীন এবং ব্যাপক! জীবনের কোন্ কাম্য আছে যাহা অর্জনের জন্য আমরা এই দোওয়ার ব্যবহার করিতে পারি না এবং যাহা আমরা এই দোওয়ার সাহায্যে লাভ করিতে পারি না। যে ব্যক্তি এই দোওয়া করিতে অভ্যস্ত সে নিজের পরিশ্রমকে ফলপ্রসূ করিতে কতই না প্রচেষ্টারত! কারণ যে ব্যক্তিকে ইহা স্মরণ করানো হয় যে, প্রত্যেক কাজ হাসিল করার জন্য ভাল-মন্দ দুইটি পন্থা আছে এবং তাহার কর্তব্য সদা ভাল পন্থা তালাশ ও অবলম্বন করার চেষ্টা করা এবং ভাল পন্থার মধ্যে সেইটি অবলম্বন করা, যাহা ত্রুটিহীন, ছোট এবং দ্রুত লক্ষ্যে পেঁাছায়। স্বাভাবিক ভাবে তাহার বুদ্ধি যে এই শিক্ষাকেই আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিবে এবং সে তদনুযায়ী কাজ করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। যে ব্যক্তি সেরাতে-মুস্তাকীম লাভ করিবার জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোওয়া করিবে, তাহার মস্তিষ্ক এই দোওয়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে এবং সকল কাজে তাহার প্রচেষ্টা সঠিক পথ লাভে অব্যাহত থাকিবে। যে ব্যক্তি এই নীতি সদা দৃষ্টির সম্মুখে রাখিবে যে (১) আমার সব কাজ বৈধ পন্থায় হওয়া চাই, (২) আমি উন্নতির কোন এক স্তরে গিয়া থামিব না বরং অসীম উন্নতির আকাঙ্খা আমার হৃদয়ে সদা জাগরুক থাকিবে এবং (৩) আমার সময় যেন নষ্ট না হয় বরং এমন পদ্ধতিতে আমি কাজ করিব, যাহাতে অল্প সময়ে সকল কাজকে সমাধা করিতে পারি, তাহার উচ্চ লক্ষ্য, শুদ্ধ আমল এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি স্পর্শ করিতে পারিবে না।

নিষ্ঠার সহিত মুসলমানগণের এই দোওয়ায় রত থাকা এবং ইহার অর্থকে সদা স্মৃতিপটে জাগরুক রাখা উচিত। ইহাতে দোওয়ার ফলে যে উপকার হইবার তাহা তো হইবেই, পক্ষান্তরে

মুসলমানগণের মন ও মস্তিষ্কে ইহার স্বাভাবিক প্রভাবের যে ছাপ পড়িবে, উহার গুরুত্বও কম হইবে না। ইহার ফলে মুসলমানগণ নিরাশা হইতে আশার, অন্ধকার হইতে আলোকের, নিষ্ক্রিয়তা হইতে সক্রিয়তার, অধঃপতন হইতে উন্নতির এবং পরাজয় হইতে বিজয়ের পথে গতিশীল হইবে।

হেদায়েত চিরন্তন

কোন কোন সমালোচক বলিয়া থাকে যে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোওয়া মুসলমানগণকে নামাযে পড়িবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদের রসুল (সাঃ)-ও প্রত্যহ এই দোওয়া করিতেন। তবে কি তিনি সেরাতে মুস্তাকিম লাভ করেন নাই? নতুবা কেন তিনি ইহা বার বার পড়িতেন? ইহা এক হাস্যকর প্রশ্ন। আশ্চর্যের কথা যে, লেখাপড়া জানা শিক্ষিত খ্রীষ্টান এবং হিন্দু পণ্ডিতগণের মুখ হইতেও এইরূপ নির্বোধের ন্যায় প্রশ্ন বাহির হয়। তাহারা এই প্রশ্ন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, মুসলমানগণের নিকট ইহার কোন উত্তর নাই। প্রথম কথা এই যে, উপরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, হেদায়েত শব্দের অর্থ শুধু পথের কথা বলিয়া দেওয়া নহে, বরং পথ বলার পর, পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিয়া সঙ্গে লইয়া লক্ষ্য পানে যাওয়াকে বুঝায়। সুতরাং বিভিন্ন প্রার্থনাকারীর জন্য এই দোওয়ার মর্ম বিভিন্ন হইবে। যে ব্যক্তি এখনও হেদায়েতের মর্ম বুঝে নাই, তাহার জন্য ইহার অর্থ হইবে, 'হেদায়েত কি তাহা আমাকে জানাও এবং ইহা কোন্ ধর্ম বা তরীকায় আছে তাহা জানাও'। যে ব্যক্তি হেদায়েতের সন্ধান পাইয়াছে, কিন্তু মানসিক দুর্বলতা বা পারিপার্শ্বিক বিরূপ অবস্থার জন্য এখনও সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে নাই অথবা পূর্ণ পথ-প্রদর্শক দূরে অবস্থিত এবং তাঁহার নিকটে পৌঁছিতে পারিতেছেনা অথবা তাহার এলাকায় নেক লোকের সঙ্গ পাওয়া যাইতেছে না, তাহার জন্য এই দোওয়ার অর্থ হইবে, 'আমাকে হেদায়েত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দাও অর্থাৎ যুক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়া আমি সত্যকে বুঝিয়াছি, কিন্তু কার্যতঃ উহাকে গ্রহণ করার পথে যে সকল প্রতিবন্ধক আছে, উহা দূর করিয়া দাও।' আবার যে ব্যক্তি সত্য গ্রহণে সক্ষম হইয়াছে, তাহার জন্য এই দোওয়ার স্বরূপ হইবে, 'হে খোদা! তোমার হেদায়েত ব্যাপক এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিধি অসীম। তুমি আপন ফযলে আমাকে হেদায়েতের পথে আগে আগে থাকিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চল। আমার কদম কোথাও যেন না থামে এবং সত্যের গোপন তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে আমি যেন ক্রমঃবর্ধিত হারে জ্ঞান লাভ করিয়া

যাইতে থাকি এবং বর্ধিত জ্ঞানের সমানুপাতে আমল করিয়া যাইতে পারি।' এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সম্মুখে রাখিয়া বিচার করিলে, কে বলিতে পারে যে, এমন কে আছে, যাহার জীবনে এমন কোন সময় আসিতে পারে, যখন তাহার এই দোওয়ার প্রয়োজন হইবে না? মুসলমানগণের রসুল (সাঃ) নিশ্চয় মানব কুলে সর্বাপেক্ষা কামেল ছিলেন, কিন্তু ইসলামের খোদা অসীম শক্তির অধিপতি। যে কেহ যত উন্নতিই অর্জন করুন না কেন, তাঁহার জন্য অসীম উন্নতির ক্ষেত্র অবশিষ্ট রহিয়াই যাইবে এবং তাঁহার জন্য اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া করার প্রয়োজন সীমাহীন ধারায় বাকি থাকিয়া যাইবে।

ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়া দুনিয়ার ক্ষেত্রেও মানুষের জ্ঞান দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কোন জ্ঞানের শাখা নাই, যাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, এই শাখায় অধিকতর উন্নতির অবকাশ নাই। সুতরাং দুনিয়ার কজেও মানুষের জন্য اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া সতত চাহিবার প্রয়োজন রহিয়াছে, যাহাতে এই দোওয়ার সাহায্যে সে ক্রমঃ-উন্নতি করিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে এই দোওয়ায় জ্ঞানের অনুশীলন সম্বন্ধে যে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্য প্রমাণ দিতেছে। কুরআন করীম পূর্ববর্তী ধর্ম সমূহের উপস্থিতিতে আসিয়াছে এবং সে গুলিকে বাতিল করিয়া এক নূতন এবং পূর্ণ ধর্ম প্রতিষ্ঠার দাবী করিয়াছে। কিন্তু অপরাপর ধর্মের ন্যায় ইসলাম এ কথা বলে না যে, ইহার আগমনে জ্ঞান শেষ হইয়া গিয়াছে বরং ইহা এই কথা বলে যে, ইহার দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে। এতদুদ্দেশ্যে কুরআন করীম মুসলমানগণকে আলোচ্য দোওয়া শিখাইয়াছে এবং ইহা তাহাদিগকে দৈনিক নামাযে কমপক্ষে ত্রিশ বার পড়াইয়া, জ্ঞানের চির উন্নতি সাধনের জন্য তাহাদের মনকে সদা সজাগ, দৃষ্টিভঙ্গিকে সদা প্রসারিত এবং প্রচেষ্টাকে সদা সচল রাখার নির্দেশ দিয়াছে।

অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যে, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে কুরআন করীম শেষ হেদায়েত-গ্রন্থ নহে। কারণ জ্ঞানের ক্রমঃ-উন্নতি স্বীকার করিলে ইহা মানিতে হইবে যে, একদিন কুরআন করীমও বাতিল হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন উন্নততর গ্রন্থ ইহার স্থান দখল করিবে। ইহার উত্তর এই যে —

(১) কুরআন মজিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থের প্রয়োজন হইলে, উহা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতেই নাযেল হইবে। এইরূপ গ্রন্থের দ্বারা কুরআন মজিদ বাতিল হইলে, আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু গত ১৪০০ বৎসরের মধ্যে অপর কোন গ্রন্থ খোদাতায়ালার

পক্ষ হইতে আসিল না এবং উহার প্রয়োজনও হইল না। যুগ-ইমাম ও মোজাদ্দিদগণ কুরআন করীমের শিক্ষার দ্বারাই যুগে যুগে আমাদের সমস্যার সমাধান করিয়া আসিতেছেন। বাকি থাকিল মানুষের দ্বারা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ রচনার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, দার্শনিক এবং বিকৃত ধর্মের অনুসারীগণ এ যাবৎ বহু চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠতর বিধান রচনা করা দূরের কথা, এমন কি তাহারা ইহার মোকাবিলায় কোন শিক্ষা বা কোন পুস্তকও আজ পর্যন্ত পেশ করিতে পারে নাই। অথচ এইরূপ গ্রন্থ অথবা ইহার কোন অংশের তুল্য কিছু পেশ করার জন্য কুরআন মজিদের চ্যালেঞ্জ আজও সোচ্চার রহিয়াছে। বস্তুতঃ কুরআন মজিদে বর্ণিত মানব জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধানের মোকাবেলায়, কোন পণ্ডিত বা দার্শনিক উৎকৃষ্টতর কোন সমাধান আজও দিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না। ইহার কারণ এই যে, মানুষ নিজের আদিও জানে না এবং অন্তও জানে না। এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া একমাত্র তাহার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ত্রাণকর্তাই তাহাকে জীবন-বিধান দিতে পারেন এবং সেই জীবন-বিধানই কুরআন মজিদ।

গত ১৪০০ বৎসরে বহু ইযমের জন্ম হইয়াছে এবং দেশে দেশে বহু মহারথী জগত-বিধান দিবার দাবী ও দণ্ড লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। নিজেদের রচিত মতবাদ ও বিধানের সহিত তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে, যাইতেছে এবং যাইবে। সকলের সকল প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে। জগতের ঘটনাবলী আজ কুরআন-করীমের শিক্ষার সত্যতার ও উপযোগীতার স্বীকৃতির দিকে দ্রুত ধাবমান হইয়া আসিতেছে। অচিরেই মানুষ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে যে, তাহাদের জীবনের সকল জরুরত একমাত্র কুরআন করীমই পূর্ণ করিতে পারে এবং ইহার শিক্ষা হইতে চুল পরিমাণ সরিলেও মানব-জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

(২) কুরআন করীম এক রুহানী-বিশ্ব এবং ইহজগত এক জড়-বিশ্ব। মানুষ রুহ্ ও জড়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট হইয়া এই জড় বিশ্বে স্থাপিত হইয়াছে, এবং কুরআন করীমের রুহানী বিশ্বের অভিষেক দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। জড়-বিশ্বের উপকরণ দ্বারা যেমন মানবের সকল জড় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তেমনি রুহানী-বিশ্ব 'কুরআন করীমের' শিক্ষার দ্বারা তাহার সকল রুহানী প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা আছে। দেহ ও আত্মার সহ-অবস্থানের কারণে জড় উপকরণের সূক্ষ্ম প্রভাব যেমন দেহ ছাড়া আত্মার উপরেও ক্রিয়াশীল হয়, তেমনি রুহানী উপকরণের প্রভাব সূক্ষ্ম পন্থায় আত্মা হইতে তাহার দেহের উপরও ক্রিয়াশীল হয়। কুরআন করীমের শিক্ষা জড়-দেহ ও আত্মার সমন্বয়কে সংযত, সুস্থ,

শান্ত, সুন্দর, সম্পূর্ণ ও কল্যাণকর করে। ইহার ব্যতিক্রম মানবের জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক। জড়-বিশ্বের সাথে রুহানী-বিশ্ব সদৃশ কুরআন করীমকে আল্লাহ্‌তায়ালা সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়াছেন। জড়-জগত যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট, তেমনি কুরআন করীম আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম। খোদাতায়ালার সৃষ্টি-রহস্য যেমন অফুরন্ত, তাঁহার কালামের তত্বও তেমনি অফুরন্ত। উভয়ের অবস্থা অনুরূপ।

পার্থিব বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং সে উন্নতি করিতেছে। কিন্তু এইরূপ ঘটিতেছে না যে জগতও দৈনিক নূতন হইতেছে। তাহার বর্ধিত জড়-জ্ঞানের সহিত তাহার অভাব বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু এরূপ হইতেছে না যে, তাহার বর্ধিত জড়-অভাব পূরণের জন্য নূতন জড় জগতের প্রয়োজন দেখা দিতেছে। একই পুরাতন জগতের রহস্য ও তত্বাবলী নিত্য নৈমিত্তিক উদঘাটিত হইয়া তাহার সকল জড়-অভাব পূরণ করিয়া যাইতেছে।

রুহানী-জগত সদৃশ কুরআন করীমের নযুলের পর, কোন নূতন গ্রন্থের প্রয়োজন নাই। আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট জগত এবং আল্লাহ্‌তায়ালার কালামের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কুরআন করীম মানবকে জড় জ্ঞানের উন্নতির পথে কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই। কুরআন-করীম মানবকে জড় গবেষণার দিকে জোরদার ভাষায় আহ্বান জানাইয়া ঘোষণা করিয়াছেঃ مَا تَرَى فِى خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ "তুমি সৃষ্টির মাঝে কোথাও অসামঞ্জস্য দেখিবে না।" (সুরা মূল্‌ক-১ম রুকু)। পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا "ইহা যদি গয়ের আল্লাহ্‌র কথা হইত, তাহা হইলে ইহার মধ্যে বহু বিরোধী কথা থাকিত।" (সুরা নেসা-১১শ রুকু)। كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ 'এই গ্রন্থ সুমসঞ্জস ও বার বার বিবৃত'—(সুরা যুমর-৩য় রুকু)।

যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের সম্বন্ধে বর্ধিত জ্ঞানলাভের সহিত মানবের জাগতিক জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ও তাহার বর্ধিত অভাব পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তেমনি কুরআন-করীমের মধ্যে মানুষের চির উন্নতির জন্য সীমাহীন জ্ঞানের ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে। মানুষ যে পরিমাণ কুরআন করীমের গবেষণা করে এবং নিষ্ঠার সহিত اهدنا الصراط

ا لمستقيم দোওয়া করিয়া যায়, তাহার নিকট সেই পরিমাণ ইহার গুপ্ত তত্বাবলী উদঘাটিত হইতে থাকে। জড় বস্তুর নিত্য গবেষণার ফলপ্রসূত নব নব আবিষ্কারের দ্বারা যেমন মানবের বর্ধিত জাগতিক অভাব সহজেই পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তেমনি মানবের সতত প্রগতিশীল জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় হেদায়েত কুরআন করীমের রূহানী গবেষণার দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইতে থাকিবে। ইহার জন্য নূতন কোন ঐশী গ্রন্থের প্রয়োজন হইবে না।

অতএব কুরআন করীম শেষ ঐশীগ্রন্থ হওয়া সত্বেও জ্ঞানের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই, বরং পূর্বাপেক্ষা উন্নতির গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুরআন করীমের সুস্পষ্ট বাণী ইহার তসদীক করিতেছে। কুরআন মজিদে বর্ণিত আছে الذين اهتدوا زادهم هدى

অর্থাৎ "যাহারা হেদায়েত গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে পুনরায় আরও হেদায়েত দেন।" (সুরা মোহাম্মদ-২য় রুকু)। হেদায়েত কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর নাম নহে, বরং ইহা সত্যসমূহের এক সম্প্রসারনশীল শৃঙ্খলের নাম। উহার একটি কড়ি শেষ হইলে আর একটি কড়ি সন্মুখে আসে। অভিজ্ঞতা-মূলে ইহা পরীক্ষিত যে, ধর্মবিষয় এমন কোন মসলা নাই, যাহার দৃষ্টান্ত কুরআন করীমে নাই। এইরূপ মহা কল্যাণের অফুরন্ত ভাণ্ডার হস্তে লইয়া অন্য কোন গ্রন্থের প্রতীক্ষা করার দৃষ্টান্ত, সচ্ছ সলিলা নদীর কিনারায় থাকিয়া পানির তালাশে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ন্যায়।

কুরআন করীমের তফসীর শেষ হইবার নহে

বড়ই আশ্চার্য বোধ হয় ঐ সকল লোককে দেখিয়া, যাহারা দৈনিক اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া পড়ে অথচ ভাবে যে পূর্ববর্তী তফসীরকারকগণ যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছে তাহার পরে আর কিছু লেখা অবৈধ ; তাহাদের বর্ণিত কুরআন করীমের ব্যাখ্যার বাহিরে আর কোন জ্ঞান নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া কেন বারবার করা হয়? তাহাদের আকীদা অনুযায়ী খোদাতায়ালার হাতে মানুষকে দিবার জন্য আর কিছু নাই। তাহাদের ধারণাকে বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, পুরাতন তফসীর সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া লওয়া উচিত। খমাখা আর اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া পড়িয়া সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই।

সত্য কথা এই যে, বস্তু-জগতের ক্ষুদ্রতম পরমানু পর্যন্ত যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারীগণের নিকট নিত্য নূতন তথ্যের উপহার পেশ করিয়া যাইতেছে, তেমনি কুরআনী জগতেরও প্রত্যেক যের জবর, শব্দ ও আয়াত আধ্যাত্মিক গবেষণাকারীকগণের নিকট নিত্য নূতন তফসীর

উপহার দিয়া যাইতে থাকিবে। বস্তুজগতের তথ্যের যেমন শেষ নাই, কুরআনী জগতের তফসীরও তেমনি শেষ হইবার নহে।

হেদায়েতে লাভের ক্ষেত্র ব্যাপক

প্রকৃতপক্ষে এই দোওয়া এরূপ পূর্ণাঙ্গীন যে, ধর্ম ও দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যাপারে ইহার সাহায্যে মানুষ উপকৃত হইতে পারে এবং যে কোন ধর্মের লোক ইহার দ্বারা ফায়দা হাসিল করিতে পারে। ইহাতে কেহ কোন ওজর পেশ করিতে পারে না। اهدنا الصراط المستقيم আয়াতে কেবল সঠিক এবং নির্দোষ পথ প্রদর্শনের যাচনা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন ধর্মের নাম নাই, কোন বিশেষ তরীকার উল্লেখ নাই, কোন নির্দিষ্ট উৎসের প্রতি ইঙ্গিত নাই। ইহাতে কেবল এবং কেবলমাত্র সত্য এবং নিরঙ্কুশ খাঁটি সত্য পাইবার আবেদন আছে। ইহাকে যে কোন ব্যক্তি নিজ আকীদা ও চিন্তাধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া আবৃত্তি করিতে পারে। খ্রীষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, জরথুস্ত্রী, বৌদ্ধ, এমনকি একজন নাস্তিকও আলোচ্য আয়াতটি পড়ার বিপক্ষে কোন আপত্তি দেখাইতে পারে না। এক নাস্তিক খোদাকে মানে না, কিন্তু তাহার এ কথা বলিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না যে, যদি কোন খোদা থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করুন। সুতরং এই দোওয়া পূর্ণাঙ্গীন, নির্দোষ এবং সর্ব-সাধারণের। সকল মানুষের সকল অবস্থায় এই দোওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। পথ পাওয়ার জন্য এইরূপ প্রার্থনা করার সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, অন্য ধর্মের যে সকল লোক তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী এই দোওয়া করিয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের নিকট ইসলামের সত্যতা প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, যে কেহ খোলা মনে এই দোওয়া করিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার জন্য হেদায়েতের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

এক শিখের নুর দর্শন

এ সম্পর্কে তিনি এক ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। এক সময়ে তদানীন্তন ভারত গভর্ণমেন্টের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলদেও সিংহের পিতা তাঁহার নিকট এক বাহক মারফৎ পয়গাম পাঠান যে, তিনি নূর লাভ করার জন্য বিভিন্ন ধর্মে তালাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোথাও নূর

দেখিতে পান নাই। ইসলামে কি ইহার সন্ধান পাওয়া যায়? ইসলামে যদি ইহার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে তিনি ইহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহার উত্তরে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাহাকে ৪০ দিন যাবৎ সর্বদা اهدنا الصراط المستقيم "এহদেনাস্‌ সেরাতাল মুস্তাকীম" আয়াত পাঠ করিতে বলেন এবং জানান যে তিনি যদি এই পরামর্শ মানিয়া চলেন, তাহা হইলে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চয় নূর দেখিতে পাইবেন। ৪০ দিন পরে বলদেও সিংহের পিতা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, সত্যই তিনি নূর দেখিয়াছেন, কিন্তু সামাজিক কারণে তিনি মুসলমান হইতে পারিবেন না। বেচারার দূর্ভাগ্য। ইহার পর তিনি যদি নূর গ্রহণ করার জন্য শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে এই দোওয়া জারি রাখিতেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানও হইতে পারিতেন। কিন্তু স্বহস্তে নিজের ভাগ্যের উপর তিনি যবনিকা টানিয়া দেন, ঐ দোওয়া পরিত্যাগকরেন এবং যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই থাকা পছন্দ করেন এবং তিনি তিমিরেই থাকিয়া যান।

ইহা কখনও হইতে পারে না যে, দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান অথচ হেদায়েতের জন্য প্রার্থনাকারী তাঁহার দ্বার হইতে খালি হাতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবে।

এই আয়াতে সিরাত শব্দটির মধ্যে আর এক গভীর রুহানী তত্ব নিহিত আছে। বার বার পথ চাহিয়া যাইতে শিক্ষা দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের দৃষ্টিকে অনন্তের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। মানব যত উন্নতি ইহজীবনে বা পরলোকে লাভ করুক কোথাও তাহার গতি থামিবে না, কোন গৃহে সে আবদ্ধ হইবে না, সে ক্রমোন্নতির পথে চির-কালের যাত্রী। বিরামহীন তাহার যাত্রা। সে সফলতার পর সফলতা লাভ করিবে, মনযিলের পর মনযিল পার হইবে, পান্থ-নিবাসের পর পান্থ-নিবাস ছাড়িয়া যাইতে থাকিবে, এমন কি পরলোকেও সে সুরম্য মনস্নিগ্ধকর জান্নাত সমূহের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর সমূহ পার হইয়া যাইতে থাকিবে, কিন্তু কেহ এবং কিছুই তাহার এই অনন্ত যাত্রার গতিরোধ করিতে পারিবে না। মহান আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তাঁহার সীমাহীন সদা উজ্জলতর আলোকময় পথে চালানোর নিবেদন জানাইতে জানাইতে মানব অনন্তকাল চলিতে থাকিবে। পথেরও শেষ নাই, তাহার চলারও শেষ নাই এবং তাহার দোওয়ারও শেষ থাকিবে না। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) তাঁহার প্রণীত ইসলামী উসুল কি ফিলসফী পুস্তকে (ইসলামী নীতি দর্শন—১৪৬—৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) লিখিয়াছেন, "এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন:

والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا اغفرلنا انك على كل شئ قدير۔

'পৃথিবীতে যাহাদের ঈমানের আলো ছিল, তাহাদের আলো কেয়ামতের দিন তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডাহিনে দৌড়াইতে থাকিবে। তাহারা সর্বদা ইহাই বলিবে, "হে খোদা! আমাদের আলোকে পূর্ণ করিয়া দাও এবং তোমার মাগফেরাতের মধ্যে আমাদিগকে গ্রহণ কর। তুমি সর্ব শক্তিমান।" (সুরা তহরীম—৯ম আয়াত)। এই আয়াতে যে বলা হইয়াছে, তাহারা সর্বদা ইহাই বলিতে থাকিবে, 'আমাদের আলোকে পুর্ণ করিয়া দাও' ইহা অসীম উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। অর্থাৎ নূরানীয়তের এক কামাল হাসিল করিবার পর আর এক কামাল তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন তাহারা দ্বিতীয় কামালের জন্য প্রার্থনা করিবে এবং উহা প্রাপ্ত হওয়ার পর এক তৃতীয় কামাল তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন উহা দেখিয়া তাহারা পুর্বের কামালগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে এবং পুনরায় তাহারা আরও কামালের আকাঙ্খা করিবে। ইহাই সেই উন্নতির আগ্রহ যাহা اتمم (আতমেম অর্থাৎ পূর্ণ কর) শব্দ হইতে প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ এই প্রকারে অনন্ত উন্নতির ধারা চলিতে থাকিবে, কখনও অবনতি হইবে না এবং তাহারা বেহেশ্‌ত হইতে কখনও বহিষ্কৃত হইবে না। বরং প্রত্যহ তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে, তাহারা কখনও পিছনে হটিবে না।

উপরে যে সকল নূরানীয়তের কামালের কথা বলা হইয়াছে, উহা আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের মর্যাদার স্তর সমুহ। এই প্রকার চির-প্রগতিশীল কামাল লাভের পথ কি? কুরআন মজিদের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট এই যে, উহা কোন প্রশ্ন, আদেশ, নিষেধ বা বিষয় বলার অব্যবহিত পূর্বে অথবা অব্যবহিত পরে, উহার জবাব, কারণ, যুক্তি বা সমাধান দিয়া থাকে। বর্তামান ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌তায়ালা "আমাদিগকে সরল সঠিক পথে চালাও" বলিবার পূর্বেই সেই পথের পূর্ণ সন্ধান দিয়াছেন। সেই পথ হইল সিরাতে মুস্তাকীম। এই সিরাতে মুস্তাকীম হইল পূর্বালোচিত খোদার দিকে যাইবার চারিটি মূল ধাপবিশিষ্ট রুহানী সোপান। মহামহিম অনন্ত জ্যোতির্ময় আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ সত্তার সিংহাসনে সর্বোচ্চে বিরাজমান। তাঁহার দিকে যাইতে মালেকীয়ত, রহীমীয়ত, রহমানীয়ত ও রবুবীয়তের ধাপ বাহিয়া উঠিতে হয়। এই চারিটি হইল আল্লাহ্‌তায়ালার মূল সেফাত। এগুলির বহু জানা ও অজানা শাখা আছে। উর্দ্ধে উঠার পন্থা হইল নিজের মধ্যে ঐ গুণাবলীর প্রকাশ করা। বান্দা যখন উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, তখন তাহার উন্নততর মর্যাদার যোগ্যতা লাভের ক্ষণে ক্ষণে তিনি তাঁহার গুণাবলীর সোপান সমূহের উপর আলোক সম্পাতে পথ দেখাইতে এবং উন্নত-তর কামালের বিকাশ ঘটাইয়া যাইতে থাকেন এবং বান্দা উহা চাহিতে ও পাইয়া যাইতে থাকে।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা

(১)

হযরত আবুহুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেনঃ "প্রত্যেক প্রভাতে দুইজন ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্‌, তোমার পথে দানকারী ব্যক্তিকে তুমি অধিকতর দাও এবং তাহার অনুসরণকারীও সৃষ্টি কর। আর একজন ফেরেশ্‌তা বলেন, হে আল্লাহ্‌, তোমার পথে অর্থব্যয়ে সংকোচকারী কৃপণকে তাহার ধন-সম্পদ সহ বিনাশ কর।" (বুখারী)

(২)

হযরত খুরাইম বিন ফাতেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার পথে কিছু দান করে, তাহাকে উহার বিনিময়ে সাত শত গুণ বর্ধিত সওয়াব দান করা হয়।" (তিরমিযী)

(৩)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট যখনই কেহ ইসলামের নামে অর্থ সাহায্যের প্রার্থী হইত, তিনি তখনই তাহাকে স্বীয় সামর্থ অনুযায়ী অবশ্যই দান করিতেন। একবার তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি সাহায্যার্থ আসিল। তিনি তাহাকে এত ছাগ ও মেষপাল দান করিলেন, যদ্দারা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপতকা ভরিয়া গেল। যখন সে তাহা লইয়া তাহার কওমের নিকট ফিরিয়া গেল, তখন সে তাহাদিগকে বলিল যে, হে জনগণ! ইসলাম গ্রহণ কর। মোহাম্মদ (সাঃ) এত মুক্ত হস্তে দান করেন; যেন তাঁহার নিজের অভাব ও দারীদ্রের কোনো ভয় নাই। এবং ইহাও সত্য যে, কোন ব্যক্তি যদি পার্থিব উদ্দেশ্যেও ইসলাম গ্রহণ করিত, তথাপি কিছুকাল পরেই সে অনুভব করিত যে, দুনিয়া এবং ইহাতে বিদ্যমান সবকিছুর মধ্যে ইসলাম অপেক্ষা তাহার নিকট প্রিয়তর আর কিছুই নাই।" (মুসলিম)

(৪)

হযরত ইব্‌নে মস্‌উদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেনঃ "দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি ঈর্ষা করা যায় না: এক, সেই ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ্‌-তায়ালা অর্থ দান করিয়াছেন এবং উহা সে সত্যের পথে ব্যয় করে। দুই, সেই ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করিয়াছেন এবং সে উহার সাহায্যে মানুষের মধ্যে বিচার করে এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দান করে।" (বুখারী)

হাদীকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

"খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এমন এক জামাতে পরিণত করিতে চাহেন যেন তোমরা জগতের জন্য পুণ্য ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিরূপিত হও।"

"আমার সমস্ত জামাত, যাহারা এখানে উপস্থিত আছেন অথবা নিজ নিজ স্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলই যেন এই ওসিয়ত (জরুরী নির্দ্দেশ) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন যে, এই সেলসেলায় দাখিল হইয়া তাঁহারা যে আমার সহিত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এবং মুরিদ সুলভ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই যে, তাঁহারা যেন সৎজীবন, ন্যায়-নীতি, শিষ্টাচার, ও খোদা-ভীতি এবং ধর্ম-পরায়ণতার উচ্চ মার্গে উপনীত হন, এবং কোন প্রকারের উশৃঙ্খলতা, দুষ্কৃতি ও দুঃশ্চরিত্রতা তাঁহাদের নিকটেও যেন ভিড়িতে না পারে। তাঁহারা যেন পাঁচ ওক্ত বা-জামাত নামাযের পাবন্দ হন, মিথ্যা কথা না বলেন, কাহাকেও মৌখিকভাবেও কষ্ট না দেন, কোন প্রকারের দুষ্কর্মে জড়িত না হন, কোনও দুষ্টামী, জুলুম ও অশান্তির ধারণাও যেন তাঁহাদের মনে স্থান না পায়। মোট কথা, তাঁহারা যেন প্রত্যেক প্রকারের পাপ, অপরাধ, অকরনীয় কাজ, অশোভনীয় কথা, যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি ও বসনা-কামনার উত্তেজনা এবং অবৈধ কর্যকলাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকেন, এবং খোদাতায়ালার পাক-দীল্, নিঃরীহ, বিনম্র ও বিনয়ী বান্দারূপে পরিণত হন, এবং কোনও বিযাক্ত পদার্থ যেন তাহাদের সত্তায় বিদ্যমান না থাকে। যে রাষ্ট্র বা সরকারের অধীনে তাঁহাদের জান, মাল ও ইজ্জত সংরক্ষিত রহিয়াছে, সেই রাষ্ট্র বা সরকারের প্রতি তাঁহারা যেন আন্তরিক সততা ও নিষ্ঠার সহিত বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকেন। সমস্ত মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও মহানুভবতাই যেন তাঁহাদের মূলনীতি হয়, এবং খোদাতায়ালাকে যেন ভয় করেন, এবং নিজেদের জিহ্বা, হস্ত ও অন্তরের ভাব-ধারণাকে প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্র ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারী নীতি ও পন্থা এবং বিশ্বাসঘাতকতা হইতে রক্ষা করেন, এবং পাঁচ ওক্তের নামায অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার সহিত কায়েম রাখেন, এবং জুলুম, সীমা-লঙ্ঘন, আত্মসাৎ, উৎকোচ, অন্যের অধিকার হরণ ও অসঙ্গত পক্ষসমর্থন হইতে বিরত থাকেন, এবং কোন প্রকারের অসৎ সংসর্গে না বসেন। ··· ··· ···

এই সেই সকল বিষয় ও শর্ত, যাহা আমি

প্রথম হইতেই বলিয়া আসিতেছি। আমার জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য, তাঁহারা যেন এই সকল ওসিয়ত (জরুরী নির্দেশ) কার্যকরী করেন এবং আপনাদের উচিত, আপনাদের কোনও মজলিস বা আসরে যেন কোন রকম অপবিত্রতা, অশ্লিলতা ও হাসি-বিদ্রুপ সুলভ ক্রিয়া-কলাপ না হয়। আপনারা পবিত্র হৃদয়, পবিত্র প্রবৃত্তি ও পবিত্র চিন্তা সম্পন্ন হইয়া পৃথিবিতে জীবন যাপন করুন। স্মরণ রাখিও, প্রত্যেক দুষ্কৃতি দমন-যোগ্য নয়। সেইজন্য অবশ্য কর্তব্য, তোমরা যেন অধিকতর সময় ক্ষমা ও উপেক্ষা করার অভ্যাস কর এবং ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অবলম্বন কর। কাহারও উপর অবৈধরূপে আক্রমণ করিবে না। প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিবে। যদি কোন সময় তর্ক-যুদ্ধ (বহস) কর অথবা কোন ধর্মীয় বিষয়ে কথা-বার্তা হয়, তাহা হইলে নম্র ভাষার এবং ভদ্রতা ও শালীনতার ব্যবহার করিবে। যদি কেহ অজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সালাম বলিয়া সেই মজলিস হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইবে। যদি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করা হয়, তোমাদিগকে গাল-মন্দ দেওয়া হয় এবং তোমাদের সম্পর্কে দুর্নাম রটান ও কটু কথা বলা হয়, তাহা হইলে হুঁশিয়ার থাকিবে, যেন অজ্ঞানতার মুকাবিলা অজ্ঞানতার দ্বারা না কর। অন্যথায়, তোমরাও তাহাদের ন্যায়ই সাব্যস্ত হইবে। খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এমন এক জামাতে পরিণত করিতে চাহেন যেন তোমরা জগতের জন্য পুণ্য ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাব্যস্ত হও।"

(তবলীগে-রেসালত, ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪২—৫৪)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা

ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদিয়ার সালানা জলসা

তারিখঃ ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ইং, রোজ শনি ও রবিবার,
স্থানঃ স্থানীয় আহ্মদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গন। ক্রোড়া, জিলা কুমিল্লা।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা

তারিখঃ ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ইং, রোজ শনি ও রবিবার,
স্থানঃ মসজিদ মোবারক, আহমদী পাড়া। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, জিলা কুমিল্লা।

বন্ধুদিগকে উপরোক্ত জলসা সমূহে অধিক সংখ্যায় শরীক হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। স্থানীয় জামাত সমূহের পক্ষ হইতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। বন্ধুগণকে প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র সাথে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস
(আইয়্যেদাহুল্লাহুতায়ালা বে-নাসরিহিল আযীয)

[২৪শে অক্টোবর, ১৯৬৯ ইং তারিখে রাবওয়ার মসজিদে আকসায় প্রদত্ত]

"আইস, আজ আমরা এই পণ করি যে, আমাদের নিকট যে প্রকারের মহান কুরবানী সমূহের ডাক আসিয়াছে, আমরা আমাদের রব্বের হুজুরে সেই সব কুরবানী উপস্থিত করি।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তহ্‌রীক জদীদের জিম্মায় আল্লাহতায়ালার অভিপ্রায় অনুসারে যে কাজ সমর্পন করিয়াছেন, তাহা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং বড়ই কঠিন। তহ্‌রীক জদীদের জিম্মায় এই কাজ সমর্পিত রহিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যে আজ এই ফয়সালা করিয়াছেন যে, তিনি পুনরায় ইস্‌লামকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রাধান্য দিবেন— উক্ত সংসদ সেই ফয়সালা বা ওয়াদা পূরা করিবার চেষ্টা করিবে এবং সমগ্র জমাত উহার সহযোগিতায় থাকিবে। এই কাজ বড়ই কঠিন। ইহাতে আভ্যন্তরীণ বাধাও আছে এবং বাহিরের বাধা-ব্যতিক্রমও আছে। এক দিকে, রাশিয়া সম্পূর্ণ নিরীশ্বরবাদী। আল্লাহ্‌তায়ালাকেই মানে না। ইহার পরিচালন-কর্তারা এক সময় সমগ্র বিশ্বে এই ঘোষণা করিয়াছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ্) তাহারা পৃথিবী হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার নাম এবং আকাশ হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা বিলুপ্ত করিবে। এই সব মানুষের অবস্থা আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে, এই প্রকারের। কিন্তু, যাহাই হইক, তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালারই বান্দা এবং আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা চাহিতেছেন যে, তাহারা তাহাদের স্রষ্টা পরম দয়ালু, দাতা, রহীম ও করীম খোদাকে যেন চেনে এবং তাঁহার অনুগ্রহের ভাগী হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের জন্য এই রূপ উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন যে, হয় ত তাহারা তাহাদের স্রষ্টা, পালন কর্তা ও উন্নতিদাতা রবের দিকে মনোনিবেশ করিবে, নয়ত তাহারা পৃথিবী হইতে এরূপ ভাবে লোপ পাইবে, যেরূপ ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মুখে বিদ্রোহী যে সব জাতি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের নাম-নিশান মুছিয়া গিয়াছে। মানবজাতির ইতিহাস উহাদের কাহারো কাহারো বিপর্যয়ের ঘটনা সংরক্ষণ করিয়াছে এবং আমরা তাহাদের বিনাশ কাহিনী কিছু কিছু জানিতে পারি। কিন্তু সেই যে সহস্র সহস্র, বরং এই বলিলে ঠিক হয় যে, লক্ষ ও কতক সহস্র জাতি, যাহাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার নবী আবির্ভূত

হইয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই এরূপ যে, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার আযাব নাযেল হইয়াছিল এবং পৃথিবী হইতে তাহারা বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগের দৃষ্টান্তের দ্বারা অন্যকে শিক্ষা দিতে চাহেন নাই, সে জন্য মানব জাতির ইতিহাস ঐ সব জাতির নাম ধাম এবং তাহাদের ঐ সমস্ত ঘটনার ইতিবৃত্ত—অর্থাৎ কিরূপেও কিভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার গযব তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকোপিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ রাখে নাই বা সংরক্ষণ করে নাই। এই জাতি, অর্থাৎ রাশিয়ার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস-সালাতু ওয়াস-সালামের দ্বারা এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, যদি তাহারা আপন স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভূর দিকে মনোনিবেশ না করে, তবে ধ্বংস হইবে। এই জাতির সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস্‌-সালাতু ওয়াস্‌-সালামের মারফত সুসংবাদও দিয়াছেন।

তারপর, ইয়ুরোপ, আমেরিকা। যদিও এই জাতিগুলি জাতিহিসাবে ঐরূপ নিরীশ্বরবাদী, নাস্তিক এবং আল্লাহ্‌তায়ালার শত্রু নয়, যেরূপ রাশিয়া, কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপ, তাহাদের একাংশের বাহ্যিক অবস্থাও তেমনই, যেমন রাশিয়াবাসীর। এই সব জাতি আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে দূরে, তাঁহার পেয়ার হইতে বঞ্চিত। সে জন্য এই সব জাতিও এক ও অদ্বিতীয়, 'ওয়াহিদ লা-শরীক' খোদার উপাসকগণের ও তাঁহার উপর আস্থাবান ব্যক্তিগণের বন্ধু ও সহানুভূতিশীল নহে। ইহার ফলে, এখন মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলি যাহারা ইস্‌লামের সহিত সম্পর্ক রাখে, তাহাদের উপর সর্ব প্রকার চাপ দিতেছে। তাহাদিগকে সর্ব প্রকারে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাদের প্রতি অবিচার চালাইতেছে। কিন্তু আমাদের প্রিয় ও পেয়ারা খোদা 'আযযা-ইসমুহু' (মহা সম্মানিত তাঁহার নাম) হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌-সালাতু ওয়াস্‌-সালামের দ্বারা আমাদিগকে এই সুসংবাদ দিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাকে ইল্‌হাম দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আরব দেশগুলির উদ্বেগ ও অশান্তি হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস্‌-সালাতু ওয়াস্‌-সালামের দ্বারা দূরীভূত করা হইবে। ['তয্‌কেরাহ্‌' ৫৬৩-৪ পৃঃ] তাহাদের ইস্‌লাহের, তাহাদের অবস্থা ও বিষয়-ব্যাপার সংশোধনের উপকরণ সৃষ্টি হইবে। তেমনি, মক্কাবাসীদের সম্বন্ধে মহা গৌরবময়, 'খোদায়ে যুল-জালাল' এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, মক্কাবাসী সর্বশক্তিমান খোদায়ে-কাদেরের দলে, তাঁহার জমাতে দাখিল হইবে। ['নূরুল হক,' দ্বিতীয় খণ্ড, 'রূহানী খাযাইন' ৮ম খণ্ড, ১৯৭ পৃঃ] এখন মুসলিম দেশগুলি হইতে, যেখানে অবিচার চলিতেছে, অবিচার দূরীভূত করার জন্য আমাদের স্কন্ধে দুই প্রকার বোঝা প্রদত্ত হইয়াছে, আমাদের উপর দুই প্রকার দায়িত্ব ন্যাস্ত হইয়াছে। এক ত এই যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লামের উপর যাহারা ঈমান রাখে, তাঁহাদের সঠিক তরবিয়ত এবং প্রকৃত ইস্‌লাহ ও সংস্কার সাধন, যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে প্রকৃত নেকী এবং 'তকওয়া' পয়দা হয় এবং তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার তেমনি প্রিয় হইয়া যায়, যেমন নবী আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রাযিঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বপ্রকার রহমত সর্বাধিক লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের প্রতি অন্য এই দায়িত্ব সমর্পিত হইয়াছে যে, যে সব জাতি খোদা-তায়ালা হইতে দূরে পড়িবার ফলে এক ও অদ্বিতীয় 'ওয়াহেদ-লা-শারীক' খোদার উপাসকগণের প্রতি জুলুম করিতেছে, তাহাদিগকে ইস্‌লামের দিকে আনার চেষ্টা করি। কারণ, ইস্‌লামই একমাত্র জিন্দা ধর্ম এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একমাত্র জিন্দা রসুল, যাঁহার রূহানী ফয়ুয ও বরকাত (আধ্যাত্মিক কল্যাণ-প্রস্রবণ) কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহিত থাকিবে, তাঁহার দিকে এবং সেই সর্বশক্তিমান, কাদের খোদার দিকে—যিনি অসীম কুদ্‌রত সম্পন্ন খোদা—যিনি সর্ব-প্রকার পূর্ণ সদ্‌গুণের আধার —যাঁহার নিকট কোনো জিনিষ না-হওয়ার নয়—যাঁহার 'কহর' মুহূর্তে সব জিনিষ ধ্বংস ও নিচিহ্ন করিতে পারে—সেই জীবন্ত খোদা ও জীবিত রসুলের দিকে, তাহাদিগকে আনার চেষ্টা করি এবং সুসংবাদের পার্শ্বেই সতর্কবাণী সমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখি। আমরা তাহাদের নিকট যাই, তাহাদিগকে সর্বতঃ নাড়া দেই এবং জাগ্রত করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাহারা এরূপ ঘুমঘোরে বিভোর যে, আমাদের আওয়াজ শোনার যোগ্যই তাহারা নয়, এবং যাহারা সজাগ এবং চেতনা রাখে, তাহারা আমাদের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত নয়। যদিও তাহাদের মধ্যে অনেকে রূহানী দিক হইতে এরূপ ঘুমঘোরে বেহুঁশ নয় যে, তাহাদের কানে আমাদের ধ্বনি পেঁছিতেই পারে না, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে আমাদিগকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে যে আমরা যাই এবং তাহাদিগকে জাগ্রত করি, তাহাদিগকে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ধর্মের দিকে নিয়া আসি, তাহাদের হৃদয়ের সকল কুয়াসা, সকল আঁধার দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করিবার চেষ্টা করি এবং তাহাদের মধ্যে নেকী ও তাকওয়ার, (—প্রকৃত পুণ্য ও ধর্মপরায়ণতার, খোদার ভীতি-ভক্তি ও খোদার আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া প্রকৃতই খোদাতায়ালাকে বর্ম রূপে গ্রহণ করিবার) বীজ বপন করি। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রথমে জমিন পরিষ্কার করিতে হইবে এবং উহা চাষোপযোগী করিবার জন্য মহা উদ্যোগ-সাধনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই এই প্রকার বীজ বপন সম্ভবপর।

আমরা দুর্বল, অক্ষম, সম্পদহীন। কিন্তু কাজ বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, যাহা আমাদের সোপর্দ করা হইয়াছে। দায়িত্ব অত্যন্ত গুরু, যাহা আমাদের স্কন্ধে রাখা হইয়াছে, কিন্তু তৎসঙ্গে

আমাদিগকে অনেক মহা-সুসংবাদও দেওয়া হইয়াছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আলাইহেস্ সালাম)বলেন :—

"আমি আমার জামাতকে রাশিয়ায় বালু-রাশির ন্যায় দেখিতেছি।" [তয্‌কেরাহ্ ১৮৩পৃ:]

ইহার অর্থ এই যে, বালুকা-কণা যেমন মাটিতে মিশিয়া যায়, কিন্তু উহাতে মৃত্তিকার ক্রিয়া হয় না, তেমনি রাশিয়ায় ইসলাম গ্রহণ-কারীদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে এরূপ তাকওয়া (আল্লাহ্‌তায়ালাকে বর্মরূপে গ্রহণ করার শক্তি) প্রদত্ত হইবে যে, তাহারা সেই বিকৃত পরিবেশে থাকিয়াও তাহাদের শিষ্টাচার ও নেক স্বভাব প্রকাশিত হইতে থাকিবে। তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার আহ্বানে সাড়া দিবে, প্রাণোৎ-স্বর্গ করিবে। তাহারা দুই একজন নহে, বরং অগণিত হইবে। তাহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে।

তারপর, তিনি (আ:) বলিয়াছেন :—

"হিন্দু ধর্ম একবার পুনরায় ইসলামের দিকে প্রবল ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িবে।" [তযকেরাহ্ ৩০২ পৃ:]

হিন্দু জাতিগুলি শুধু ভারতেই নহে, সংখ্যা-লঘুরূপে অন্য কোন কোন দেশেও পাওয়া যায়। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদিগকে এই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা ইসলাম কবুল করিবে এবং মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ধর্মে দীক্ষিত হইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার কল্যাণ সমূহের উত্তরা-ধিকারী হইবে।

সেইরূপ, (আ:) তিনি বলিয়াছেন :—

"হে ইরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ এবং হে এশিয়া, তুমিও সুরক্ষিত নও এবং হে দ্বীপবাসীগণ কোনো কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করিবে না।"

('হকিকাতুল্ ওয়াহী', ২৫৭ পৃ:)।

এই সব দুর্ভাগাদের নিবিড় সম্পর্ক জীবিত ও সর্ব শক্তিমান—'জিন্দা-কাদের' খোদার সহিত করানো এবং চরম কুরবানী প্রদান, ত্যাগ স্বীকার এবং আকুল প্রার্থনা ও দোয়ায় নিমগ্ন থাকা, এই হইল সেই দায়িত্ব, যাহা আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

তারপর, ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্‌সালাম হযরত নবী আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য সাদা পাখী ধরিতেছেন।" ('তযকেরাহ্', ১৮৩ পৃ:)

সুতরাং, সমগ্র পৃথিবীই চরম বিকৃতি-গ্রস্ত। দৃষ্টান্ত স্থলে, রাশিয়া। সেখানকার নেতারা তাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এই দাবী করিয়াছে যে, তাহারা পৃথিবী হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার নাম এবং আকাশ হইতে তাঁহার সত্তাকে বিলুপ্ত করিবে। নাউযুবিল্লাহ্। তারপর ইয়ুরোপবাসী অসচ্চরিত্রতার দুর্গন্ধ কর্দমে গড়াগড়ি যাইতেছে। আপনারা এখানে থাকিয়া ইহার ধারণাও করিতে পারেন না। ইংল্যাণ্ডের এই সব 'শ্বেত পক্ষী' ঐশী জ্যোতি ও ইলাহী নূরের সামগ্রী সম্পর্কে নিতান্ত গাফিল। তাহাদের বাহ্যিক

শ্বেতকায়ায় এত কুৎসিত দাগ পড়িয়াছে যে, মানব-বুদ্ধি তদ-দর্শনে এ কারণে বিস্মত হয় যে, মানব চিত্ত ও আত্মাকে ত আল্লাহ্‌তায়ালা আলোক শোভিত জ্যোতির্ময় রূপ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা স্বহস্তে এই সব অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা তাহাদের জ্যোতিকে তাহাদের পরিবেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে এবং তাহারা আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে অতল তিমিরে জীবন যাপন করিতেছে।

সুতরাং রাশিয়ায় বালু-কণারাশি সদৃশ আহ্‌মদী মুসলমান পয়দা করিবার চেষ্টা করা আপনাদের দায়িত্ব। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা, এশিয়া ও দ্বীপ সমূহে বসবাসকারীগণকে সতর্ক করা এবং চেষ্টা করা যাহাতে তাহারা সেই সব কর্ম পরিত্যাগ করে, যাহার ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার কহর নাযিল হয়, এবং তাহারা সেই সব যথোপযোগী সৎকর্ম করে, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেম ও তাঁহার সন্তুষ্টি এবং তাঁহার ফজলকে আবর্ষণ করে—ইহাও আপনাদেরই কাজ। মক্কাবাসীকে পরমশক্তিশালী, মহা গৌরবময় খোদার ফৌজে ভর্ত্তি করাও আপনাদেরই কাজ। এই সবই অতি গুরুদায়িত্ব, যাহা আমাদের সোপর্দ করা হইয়াছে।যদি সেই জীবিত খোদা আমাদের সাথী না হইতেন এবং আজও আমরা তাঁহার সুসংবাদ সমূহ পাইতে না থাকিতাম, তাহা হইলে আমরা জীবিতই মরিয়া যাইতাম। এই সব সুসংবাদ ও সতর্কবাণী এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে জমাতের একাংশ গাফলতী করিতেছে। তাহাদিগকেও সতর্ক এবং জাগ্রত আমাদেরই করিতে হইবে।

এখন যে কাজই এই সমুদয় ভবিষ্যদ্বাণী পুরা করার জন্য করিতে হইবে, তাহা আহ্‌মদীয়া জমাতেরই করিতে হইবে। যখন আল্লাহ্‌-তায়ালা কোনো জাতি বা কোনো জমাতকে সুসংবাদ দেন, তখন ইহা ত করেন না যে, আকাশ হইতে ফেরেশ্‌তা পাঠাইয়া দেন এবং তাহারাই পৃথিবীতে সফলতার উপকরণ সৃষ্টি করে। হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন সমগ্র পৃথিবীকে তাঁহার পয়গাম পেঁছানোর জন্য তাঁহার 'আওয়াজ' উত্থিত করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌-তায়ালার ওয়াদা অনুযায়ী ইস্‌লাম পৃথিবীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে, তখন ইহার বিরুদ্ধে শয়তান দণ্ডায়মান হইয়া মুসলমানগণকে হত্যা এবং ইস্‌লামের বিলোপ সাধনের জন্য তাহার কোষ হইতে তরবারি বাহির করিল। ঐ তরবারির মুকাবিলা করিবার জন্য ফিরেশ্‌তা আসেন নাই। বরং তাঁহারাই ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা প্রভূর এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোকাম ও মর্যাদা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মস্তক এরূপে সম্মুখে আগাইয়া দিয়াছিলেন যেরূপে কোনো মেষ বাধ্যতা বশতঃ কসাইয়ের ছুরির সাম্‌নে তাহার ঘাড় পাতিয়া দেয়। অতঃপর, আল্লাহ্‌-

তায়ালা তাঁহাদের এই কুরবানী, ইখ্লাস ও আন্তরিকতা দেখিয়া তাঁহাদের হিফাজতেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ইসলামের বিজয়েরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তরবারির যুগ নয়। বর্ত্তমান যুগ সম্বন্ধে হযরত মাসীহ মওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্-সালাম ফরমাইয়াছেন যে, ইহা ইস্লামের 'রূহানী তলোয়ারের যুগ'। তিনি (আঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

"এই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ রাখিবে যে, শীঘ্রই এই (আধ্যাত্মিক) যুদ্ধেও শত্রু অপদস্থ হইয়া পশ্চাদপদ হইবে এবং ইস্লাম জয়ী হইবে।"

['আইনায়ে-কামালাতে-ইসলাম', ২৫৪পৃঃ পাদ টীকা]

তিনি (আঃ) আরো বলেন ঃ

"শীঘ্রই সব ধর্ম ধ্বংস হইবে, ইস্লাম ব্যতীত, এবং সব অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু ইস্লামের 'আসমানী অস্ত্র' ভঙ্গ হইবে না, নিস্তেজও হইবে না, যে পর্যন্ত না দাজ্জালিয়াতকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে।" (তবলীগে রিসালত ; জিল্দ ৬, পৃঃ ৮)

সেইরূপ, তিনি (আঃ) অন্যত্র বলেন ঃ

"পৃথিবীতে একই ধর্ম হইবে এবং একই নেতা। অর্থাৎ, ইস্লামই সমস্ত দুনিয়ার ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই সারা পৃথিবীর নেতা হইবেন।... সুতরাং, আমার হাতে সেই বীজ বপন করা হইয়াছে এবং এখন উহা বর্ধিত হইবে, ফলে-ফুলে সুশোভিত হইবে এবং কেহ নাই যে, ইহাকে রোধ করে।" ('তাযকেরাতুল্ শাহাদাতাইন,' ৬৫ পৃঃ)

কিন্তু এই বৃক্ষের গোড়ায় পানি সেচন ও ইহার হিফাজতের জন্য আপনাদিগকে কুরবানী দিতে হইবে। আসমান হইতে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হইয়া কাজ সমাধা করিবেন না। ইস্লামের প্রাধান্য বিস্তার ও বিজয় লাভের বীজ ত বপিত হইয়াছে, কিন্তু যদি সেই বীজ উহার পরিপোষণ ও পরিবর্ধনের জন্য আমাদের প্রাণ চায়, তবে আমাদের প্রাণ দান করিতে হইবে। যদি ঐ বৃক্ষ বলে ঃ 'হে আহ্মদী, আমি তোমাদের রক্তে প্লাবিত হওয়ার পর বর্ধিত হইব, পুষ্প দিব, ফল দিব,' তবে আহ্মদীগণের পেশ করিতে হইবে তাহাদের রক্ত। যদি আমাদের নিকট এই দাবী করে যে, তোমাদের অর্থ-দানের প্রয়োজন, তবে আমাদেরও ধন-সম্পদ পেশ করিতে হইবে, যেন সারা বিশ্বে ইস্লামের তবলীগ পৌঁছায় এবং সেখানে আল্লাহ্তায়ালার নাম বুলন্দ হয়, এবং হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস্-সালাতু ওয়াস্-সালাম ইসলামের সত্যতার যে সকল শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা পৃথিবীবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। অতঃপর, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে [যেমন, এখনো কাহারো কাহারো সহিত এই ব্যবহারই করা হয়] গাফিল ও অন্ধকার-বাসী বান্দাগণকে আসমানী নিদর্শনও প্রদর্শন

করেন। যেখানেই এই নিয়ৎ নিয়া কোন আহ্‌মদী পেঁীছিয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালার বিরাট সাহায্যের বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়াছে। এইগুলির ফলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার বান্দাগণের হৃদয়ে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর প্রেম সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

সুতরাং, বীজ ত বপন করা হইয়াছে। ইহা বর্ধিত হইবে এবং ফলে ফুলে পূর্ণ হইবে, কিন্তু এই বীজের বর্ধন শক্তি প্রকাশের জন্য যে জিনিষের প্রয়োজন, তাহা আমাদিগকে পেশ করিতে হইবে।

বস্তুতঃ এই সব সুসংবাদই আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে এবং মহা কুরবানীসমূহ আমাদের নিকট চাওয়া হইয়াছে। সুতরাং, আইস, আজ আমরা এই অঙ্গীকার-বদ্ধ হই, এই পণ করি যে, আমাদের নিকট যে প্রকার মহা কুরবানী তলব করা হইয়াছে, আমরা তাহা আমাদের রবের হুজুরে পেশ করিতে থাকিব। আমাদের এই মহাকাঙ্খা যে, আমাদের জীবনে আমাদের চোখের সামনে সারা দুনিয়ায় প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেম ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়েহে ওয়া সাল্লামের পরম ভালবাসা পয়দা হইতে দেখিতে পাই। আমাদের এই আকাঙ্খা পূর্ণ হউক। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং আমাদিগকে সেই তৌফিক দিন যাহাতে আমরা তাঁহার আহ্বানে 'লাব্বাইক' বলিতে বলিতে সর্বোচ্চ কুরবানী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হই এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে এই সব কুরবানী কবুল করেন এবং তাঁহার পেয়ার, তাঁহার সন্তুষ্টির চাদরে আমাদিগকে জড়াইয়া নেন, এক স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আমাদিগকে তাঁহার কোলে গ্রহণ করেন। আল্লাহুম্মা, আমীন!

(সাপ্তাহিক কাদিয়ান, বদর (ভারত) ৩০শে অক্টোবর ১৯৭৫ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত।)

অনুবাদ :—এ, এইচ, এম, আলী আন্‌ওয়ার

لا ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم

"আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তোমাদের পশু কুরবানীর মাংস ও রক্ত পৌঁছায় না, পরন্তু তোমাদের তরফ হইতে (পেশকৃত) তকওয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে।"

(সুরা আল-হাজ্জ)

সত্যের আলো

কোন বন্ধু কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। পত্রিকার মারফৎ সেগুলির উপর আলোকপাত করিলে জামাতের ভ্রাতাগণের উপকার হইবে চিন্তা করিয়া বিভিন্ন শীর্ষকে সেগুলির নিম্নে আলোচনা করিলাম।

(১)
ধর্ম

আল্লাহ্‌তায়ালা কতৃক নবী মারফৎ প্রেরিত যুগোপযোগী মানবজীবন বিধানকে ধর্ম কহে। এইরূপ বিধান মানবের ব্যক্তিগত এবং সমাজ বা জাতিগত এবং ইহকাল ও পরকালের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া আসিয়াছে। হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত জাতি-বর্গের জন্য বিভিন্ন যুগে জরুরত অনুযায়ী বিধান প্রতিষ্ঠাকারী বা বিধানের সংস্কারক আসিয়াছেন। এই দুই কাজ সদা নবী বা আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা যাহাকে এ কাজের জন্য মনোনীত করেন নাই তাহার মত ও পথ ধর্ম নহে। জীবনবিধান দেওয়ার কাজ সৃষ্টিকর্তার, সৃষ্টের নহে। জাগতিক ব্যাপারে আমরা দেখি স্কুল কলেজের ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ধারণ বা সংস্কার করা কর্তৃপক্ষের কাজ, ছাত্রদের নহে। মানবমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ আল্লাহ্‌তায়ালা এবং তাঁহার রসুল। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতিরেকে অন্যদের মত ও পথ সরাসরি পরিত্যাজ্য।

সকল-ধর্ম-প্রতিশ্রুত বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনে ইসলাম ব্যতিরেকে বাকি সকল ধর্ম খোদা কর্তৃক বাতিল হইয়া গিয়াছে। কুরআন করীম ছাড়া বাকি সকল ধর্মগ্রন্থ মানব হস্তক্ষেপে বিকৃত এবং উহাদের ভাষা মৃত। ঐ ধর্মগুলিকে পূণর্জীবিত করিবার জন্য আর কোন নবী বা সংস্কারককে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রেরণ করেন না এবং ঐগুলির দ্বারা জাগতিক বা আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর সমাধান হয় না। পক্ষান্তরে ইসলামের ইলাহী-বাণী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন আজও অবিকৃত, উহার ভাষা জীবিত, প্রতি শতাব্দীতে মোজাদ্দিদ-গণের আবির্ভাব দ্বারা ইহার শিক্ষা সদা সচল ও সক্রিয় এবং নিত্যনূতন নিদর্শনাবলীর দ্বারা ইহার সত্যতা সদা সাব্যস্ত এবং যুগ-প্রয়োজন পূরণকারী।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের পর হইতে কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র ইসলাম তাঁহার মনোনীত ধর্ম। অপর সকল ধর্ম বিশেষ জাতির জন্য বিশেষ সময় পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। এখন সে সকল মৃত ও পরিত্যক্ত। সুতরাং পালনীয় ও গ্রহণ-যোগ্য ধর্ম বলিতে এখন কেবল ইসলাম। একমাত্র ইহার দ্বারাই ইহকাল ও পরকালে মানব জীবনের লক্ষ্য অর্জন করা যাইবে।

ধর্মের গবেষণা

আল্লাহ্তায়ালা যিনি ধর্ম বিধান-দাতা তাঁহার রায় দানের পর আর ধর্মের গবেষণার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ এই গ্রন্থের মধ্যে কোন ত্রুটি নাই। ইহার অন্য অর্থ হইল যে, কুরআন করীম ব্যতিরেকে বাকি সকল ধর্মগ্রন্থ ত্রুটি পূর্ণ। ইহার এক নাম ফুরকান—সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী। ইহার আর এক নাম হক—সত্য। ইহার দাবী, ইহাতে সকল বিষয়ের দৃষ্টান্ত আছে এবং ইহা সকল বিষয়ের মীমাংসা করে। সেই জন্য ইহার নাম কুর-আন বা পাঠ্য অর্থাৎ মানব জীবনের পাঠ্য।

জগতে তের শতাধিক ধর্মমত আছে। এই গুলির গবেষণা করিয়া যদি কাহাকেও সত্য ধর্ম বিচার করিয়া ও সত্যাসত্য নির্ধারণ করিয়া বাছিয়া লইয়া পালন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, সামর্থ ও আয়ুতে কুলাইবে না এবং তাহাকে সত্য ধর্ম লাভ ও পালন বিষয়ে হতাশ হইতে হইবে। কেহ গবেষণা করিয়া সত্য এবং খোদাকে বাহির করিবে, ইহা অসম্ভব। তিনি মৃত বস্তু নহেন যে, তাঁহাকে গবেষণা করিয়া বাহির করিতে হইবে। তিনি চিরঞ্জীব এবং সতত অনন্তধারায় প্রকাশমান। সেই জন্য তিনি সদা তাঁহার মনোনীত বান্দার নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া তাঁহার দ্বারা মানবমণ্ডলীকে সত্য ধর্ম ও পথ দেখাইয়া আসিতেছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে মানবজাতি ক্রমঃ-বিকাশের ধারায় যুগোপযোগী সাময়িক হেদায়েত লাভ করে এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দ্বারা পূর্ণ হেদায়েত লাভ করে। পরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের জন্য পূর্ণ ধর্ম আসিয়াছে। পূর্বেকার অপূর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য অপূর্ণ ধর্মগুলি এখন শুষ্ক ও মৃত। ঐগুলি বর্তমানে পূর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের কোন কাজে লাগিবে না। হযরত আদম (আঃ)-এর হস্তে ধর্ম ও সভ্যতার বীজ বপিত হয়, পরে উহা চারা এবং গাছে পরিণত হয়। উহারই পরিণত অবস্থা ফলন্ত বৃক্ষরূপী ইসলাম ধর্ম। বীজ, চারা ও অফলন্ত গাছ এবং ফলন্ত বৃক্ষ সব এক নহে। ফল লাভ করিতে ফলন্ত বৃক্ষের নিকট যাইতে হইবে। ফলন্ত বৃক্ষের এখন আর বীজ, চারা ও অপরিণত বৃক্ষের অবস্থা প্রাথমিক নাই এবং হাজার চেষ্টাতেও উহাকে উহার পূর্বাবস্থা সমূহে পাওয়া যাইবে না। সেই সকল অবস্থা অতীতের গর্ভে বিলীন। সুতরাং ঝরা পাতা ও শুষ্ক শাখা প্রশাখাকে সজীব বৃক্ষ কল্পনা করিয়া উহাদের মধ্যে জীবনদায়ী ঈমানের অনুসন্ধান করা বৃথা। এ গবেষণা নিরর্থক।

পূর্বেকার ধর্মগুলি বাদ দিয়া আমরা ইসলামের কথাই চিন্তা করি না কেন? হযরত

রসুল করীম (সাঃ)-এর এন্তেকালের পর সংরক্ষিত ইসলাম ধর্মের সত্যতা কি আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত মুসলমানগণের সম্বন্ধ ক্রমে শিথিল হইয়া অধঃপতিত হওয়ার কারণে আমাদের যুগে ঘোলাটে হইয়া যায় নাই? বহু আলেম, পীর, দরবেশ যিন্দা কুরআন, যিন্দা সুন্নত ও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যিন্দা ইতিহাস থাকা সত্বেও মুসলমানগণ যিন্দা খোদার দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এমতাবস্থায় যে সব ধর্মের গ্রন্থ যিন্দা নাই, তাহাদের নবীদের সুন্নত ও জীবনী ইতিহাস সুত্রে জানা নাই, তাহাদের দ্বারা যিন্দা খোদার দর্শনলাভ কি প্রকারে আশা করা যায়? যখন যিন্দা ধর্ম হাতে লইয়া মুসলমানগণ পথ হারাইল, তখন মৃত ধর্মের গবেষণায় কি ভাবে পথ পাওয়া যাইবে?

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, পথ দেখানোর কাজ আল্লাহ্‌তায়ালার, যিনি اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া শিখাইয়াছেন। তিনিই তাঁহার মনোনীত ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম ও মতাবলীর তুলনামূলক গবেষণা দ্বারা পথ দেখাইয়া দেন। জগতের বর্তমান ছুর্দিনের জন্য তাঁহার ওয়াদা ছিল—

هو الذی ارسل رسوله بالهدی
ودین الحق لیظهره علی الدین کله
ولو کره المشرکون ٥

(সুরা আস-সাফ প্রথম রুকু)।

"তিনি তাঁহার রসুলকে পাঠাইয়াছেন হেদায়েত ও সত্যধর্ম সহকারে, যেন তিনি সকল ধর্মের উপর (সত্যধর্ম ইসলামের) সত্যতা সাব্যস্ত করিতে পারেন।"

উক্ত ওয়াদা অনুযায়ী বর্তমান অন্ধকার যুগে, মানবজাতিকে পথ দেখাইবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে পাঠাইয়াছেন। তিনি পবিত্র কুরআনের সাহায্যে আল্লাহ্‌তায়ালার হেদায়েত দ্বারা, ইসলাম ধর্মের সহিত সকল ধর্ম ও মতের তুলনামূলক গবেষণার দ্বারা, ইসলামের সত্যতা ও প্রাধান্য সাব্যস্ত করিয়া আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের আলোকময় পথ খুলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہمنے -
کوئی دین دین محمد سا نہ پایا ہمنے
کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے
یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہمنے
ہمنے اسلام کو خود تجربہ کرکے دیکھا
نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہمنے
اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا
کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہمنے
تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے
ہر طرف دعوتوں کا تیر چلایا ہمنے -

"আমার চিন্তাধারাকে চতুর্দিকে দৌড়াইয়া ক্লান্ত করিয়াছি। কোন ধর্ম মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মের অনুরূপ পাইলাম না॥ কোন মযহাব এমন নাই, যাহা নিদর্শন দেখায়। এ ফল

কেবল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বাগানে খাইয়াছি ॥ আমি স্বয়ং ইসলামকে অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছি ।। ইহা কেবল আলোই আলো, উঠ, দেখ আমি শুনাইলাম ॥ অপরাপর ধর্মগুলি দেখিয়াছি, কোথাও আলো ছিল না। যদি সত্য গোপন করিয়া থাকি, তাহা হইলে কে আছ দেখাও ।। এই কথাগুলি বলিতে বলিতে আমি গলদঘর্ম হইয়াছি। চতুর্দিকে আমি আহ্বানের তীর চালাইয়াছি ॥

(দুররে সমীন।)

তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলী ও অমৃতবাণী গ্রন্থ সমূহ পবিত্র কুরআন ও ওহীর সাহায্যে তুলনামূলক গবেষনায় পরিপূর্ণ। আজ সকল ধর্মের সত্যাসত্য নির্ধারিন করিতে তাঁহার গ্রন্থ সমূহ পাঠের প্রয়োজন। গবেষনার কাজ তিনি শেষ করিয়াছেন। এখন অনুশীলণের প্রয়োজন; আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার উপর কুরআনের এক আয়াত নাযেল করেন।

قل ان كنتم تحبون الله فا تبعونى يحببكم الله -

"ঘোষণা কর, (হে মানব মণ্ডলী!) তোমরা যদি আল্লাহ্‌র ভালাবাসা চাও, তাহা হইলে আমার অনুগমন কর।" আল্লাহ্‌তায়ালার এই আদেশমুলে মানবজাতির, বিশেষ করিয়া, আহমদীগনের কর্তব্য তাঁহার অনুগমন করা। ধর্মের স্বাধীন গবেষণা কখনও কোন কাজে আসে নাই এবং আজও আসিবে না। সদা যুগ ইমামের আলোক বার্তিকা হস্তে ধারণ কর্তব্য। আজ গীতা, বাইবেল ইত্যাদির মধ্যে কোথায় সত্য আছে, তাহার সন্ধান মিলিবে এই আলোকের সাহায্যে। আজ যদি কেহ নির্বাপিত-আলোক গীতা, বাইবেল ইত্যাদির সাহায্যে ইসলামের সত্যতা গবেষনা করিতে চাহে, তাহা হইলে গত ১৪০০ বৎসর যাবৎ ইসলামের বিরুদ্ধবাদী খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু পণ্ডিতগণ তাহাদের বিকৃত ধর্ম পুস্তকাবলীর সাহায্যে যে গবেষণাফল রাখিয়া গিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কে কি বেশী ফল দর্শাইবে? খৃষ্টান ও হিন্দুগণ ইসলামের গবেষনায় বিষ উদগীরণ করিয়া যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছে, সে সকল যমীনের উপর পর পর সাজাইয়া বিছাইলে কয়েক মাইল লম্বা হইবে এবং কোন স্থানে উপরের দিকে সাজাইলে পাহাড় হইয়া যাইবে। তথাপি গবেষণাকারীদের কেহ সত্যের আলো দেখিতে পায় নাই। এইরূপ মৃত ধর্ম দিয়া সত্য ধর্মকে যাচাই করাকে উল্টা গবেষণা বলে। অচল মুদ্রা দিয়া সওদা খরিদ করা যায় না। বিকৃত লেন্সের মধ্য দিয়া সত্যরূপের দর্শন মিলে না। যে এইরূপ উল্টা গবেষণা করিবে সে পথ হারাইবে। পূর্ববর্তী ধর্মগুলি এখন গোলক ধাঁধায় পরিণত হইয়াছে। যে উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে, সে অঘোরে মারা যাইবে। কারণ সে বাহির হইবার পথ পাইবে না। উহাদের মধ্যে আলো নাই, যুক্তি নাই, সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধিলাভ নাই। সুতরাং উহাদের সাহায্যে

ইসলামকে দেখিতে গেলে পদস্খলন নিশ্চিত। কখনও কথার আগা ছুটিয়া যাইবে আবার কখনও পিছন ছুটিয়া যাইবে অথবা কখনও আগা পিছা দুই-ই ছুটিয়া যাইবে। ইদানিং এক লেখক এক বিখ্যাত খৃষ্টান পণ্ডিতের উদ্ধৃতি দিয়া কুরআন করীমের ভাষ্য অবিকৃত রহিয়াছে প্রমান করিতে গিয়া প্রথমেই কুরআনের নযুলের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কাহার নিকট হইতে নাযেল হইয়াছে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি পরে খৃষ্টান পণ্ডিতের উদ্ধৃতি দিয়াছেন, যাহার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে যে, (নউযুবিল্লাহ্) পবিত্র কুরআন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিজের রচিত। অতঃপর, এই রচনা আজও 'অবিকৃত রহিয়াছে' কথাটি খুব জোরদার ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টান পণ্ডিত যে প্রশংসায় 'মূল কাটিয়া দিয়া' গাছের মাথায় প্রশংসার পানি ঢালিয়াছে, আমাদের উল্লিখিত গবেষক তাহা দেখিতে পান নাই। এই জাল প্রশংসার মুখোস খুলিয়া দিয়া পবিত্র কুরআন যে আগাগোড়া আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম এবং ইহা জীবরাইল (আঃ)-এর মারফত হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর নাযেল হইয়াছিল এবং ইহা হযরত রসুল করীম (সাঃ) দ্বারা রচিত নহে এই সত্য তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই জঘন্য অপবাদ খণ্ডন করা প্রত্যেক মুসলমানের প্রথম ও আশু কর্তব্য। ইহা তিনি করিতে পারিলেন না। ইহা তাঁহার মনে আঘাত করিল না যে, এই নীরবতার দ্বারা অপবাদ সাব্যস্ত হইয়া গেল এবং এরূপ হইলে ইসলামের সৌধ ধূলিস্বাৎ হইয়া যায়। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে তিনি অন্ধকার এক দেবী মুর্তির দর্শন পাইয়াছেন। আর এক স্থানে তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ওয়াহেদ এগানা খোদাতায়ালার দিকে রুহানী অভিযাত্রার এক বিশেষ পর্যায়কে এক শেরক্ সংযুক্ত জাগতিক আশ্রমের নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। অথচ শেরকের সহিত ইসলামের চির আপোষহীন সংগ্রাম। কেহ অন্ধ ঠুলি চোখে আঁটিয়া যে কোন বস্তুর দিকে তাকাইবে, সে কেবলই অন্ধকার দেখিবে। উল্টা গবেষণার ইহাই স্বভাবিক পরিণাম। এখানে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-র যামানার এক ঘটনা স্মরণ হইয়া গেল। কাদিয়ানে স্কুলের ছাত্ররা "আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব এবং নাস্তিকতা" বিষয়ের উপর এক আলোচনা-ক্লাশের অনুষ্ঠান করে। ইহাতে কতিপয় ছাত্র "আল্লাহ্‌-তায়ালার অস্তিত্ব" বিষয়টির পক্ষে ওকালতী করে এবং অপর কয়েকটি ছাত্র নাস্তিকের পালা গ্রহণ করে। উভয় পক্ষ স্বীয় বিষয়ের সমর্থনে জোরে শোরে যুক্তিতর্ক পেশ করে এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা এবং আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ হয়। ফলে এ সংবাদ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি

(রাঃ)-এর নিকট গিয়া পৌছে। তিনি তখন নাস্তিকতার সমর্থনকারীগণকে ডাকাইয়া ভৎর্সনা করিয়া বলেন, "আল্লাহ্‌তায়ালা আপন অনুগ্রহে তোমাদিগকে ঈমানের চাদর পরাইয়াছিলেন, কিন্তু তোমরা এমনি নির্বোধ যে, সেই নূরানী চাদর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কুফরের অন্ধকার চাদর পরিয়া দেখিতে গেলে তোমাদিগকে কেমন দেখায়?" হযরত সাহেব (রাঃ) মাষ্টার দিগকেও ভৎর্সনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কেন ছাত্রগণকে বিতর্কের ঈমানী-ধারা শিক্ষা দেন না। নাস্তিকতা বা ইসলাম বিরোধী কোন প্রশ্নের আলোচনায় কেহ যেন নিজে ঐ পক্ষ সাজিয়া না যায়, বা সে এমনভাবে কথা না বলে যাহাতে সে পক্ষ বলিয়া উপলব্ধ হয়। নাস্তিকতার কোন প্রশ্ন বা যুক্তি পেশ করিতে হইলে একজন আহ্‌মদী ইহাই বলিবে যে নাস্তিকরা বা বিরুদ্ধবাদীরা এইরূপ বলে। অতঃপর কুরআন করীম, হাদীস ও সেলসেলার অকাট্য যুক্তি মূলে প্রশ্নের বা বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডণের কোন জবাব জানা থাকিলে সে নিজে বলিবে এবং উপস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে যে যে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল, তাহারা বলিবে এবং আপত্তিকে পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়া দিবে। আমাদিগকে সদা ঈমানের আলো হস্তে ধারণ করিয়া চলিতে ও বলিতে হইবে, কুফরের কথা ও যুক্তি জোরদার ভাষায় বলিয়া উহার খণ্ডনের ব্যাপারে নীরব থাকিলে অথবা ইসলামের কথা রুহানী আদব ত্যাগ করিয়া বলিলে চলিবে না। ইহাতে নেক আমল সমূহ নষ্ট হইয়া কখন ঈমান চলিয়া যাইবে, বক্তা বা লেখক জানিতেও পারিবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا
اصواتكم فوق صوت النبي و لا تجهروا
له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان
تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون ○

"হে বিশ্বাসীগণ। আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুলের সমক্ষে আগে বাড়িও না, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় তিনি সব শোনেন ও সব জানেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধ্বনিকে রসুলের ধ্বনির উর্ধে তুলিও না বা তাঁহাকে উচ্চঃ স্বরে কথা বলিবে না, যেমন তোমরা আপোসে পরস্পরকে বলিয়া থাক; নচেৎ তোমাদের আমল নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা জানিতেও পারিবে না।"

(সুরা হুজুরাত—১ম রুকু)।

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) পবিত্র কুরআনকে পূর্নিমার চাঁদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। নির্ভুল গবেষনা এখন শুধু কুরআন করীমের সাহায্যেই সম্ভব। অপরাপর ধর্মগ্রন্থগুলি এক কালে মানব জাতিকে আলো দিয়াছে। কিন্তু এখন সেগুলি সব চির অমাবস্যাগ্রস্থ হইয়াছে। অমাবস্যার চাঁদ যেহেতু নিজেই দৃশ্যমান নহে, সে অন্যদের কিভাবে দৃশ্যমান করিবে বা পথ দেখাইবে। অতএব অপরাপর ধর্মগ্রন্থগুলির গবেষণা করিয়া আজ সত্যপথ লাভের কোন আশা নাই। অপরাপর ধর্মগ্রন্থে কোথায় সত্য এবং স্থায়ী সত্য আছে বাহির করিতে হইলে পবিত্র কুরআনের আলোতে তাহা করিতে হইবে। কিন্তু ঐ মৃত গ্রন্থগুলির কষ্টিপাথরে পবিত্র কুরআনকে যাচাই করিতে গেলে বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই পাওয়া যাইবে না। (ক্রমশঃ)

—মোহাম্মাদ

রাবওয়া মোকামে জমাতে আহমদীয়ার
৮৩তম সালানা জলসার বিবরণ

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এইবারও (১৯৭৫ই) রবওয়ায় সালানা জলসা নির্ধারিত তারিখগুলিতে (অর্থাৎ ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার ফলে কোন কোন মহলের ধারণা ছিল যে, হয়ত আহ্‌মদীগণের এ বছরের সালানা জলসা পূর্বের ঐতিহ্য মোতাবেক জাকজমকপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু যতবেশী অসুবিধার সৃষ্টি করা হইয়াছে, ততই আল্লাহ্‌র ফজলে, জামাতের বন্ধুগণ বেশী কুরবানী ও ধৈর্যের উত্তম দৃষ্টান্ত কায়েম করিয়া পূর্ববর্ত্তী বৎসর সমূহের মোকাবেলায় অনেক বেশী সংখ্যায় জলসায় উপস্থিত হইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, জামাতকে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে কোন কিছুই মহান আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণতার পথে প্রতিহত করিতে পারিবে না।

এবার সভা-প্রাঙ্গন গত বৎসরের তুলনায় দশগুণ প্রশস্ত করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহা সত্বেও হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ)-এর উদ্বোধনী বক্তৃতার সময়ই সভাস্থল এমন ভাবে ভরিয়া যাইতেছিল যে, কোন শূন্য জায়গা নজরেই পড়িতেছিল না। অথচ এবৎসর রেল কর্তৃপক্ষ জলসার উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেনগুলির ব্যবস্থা বন্ধ করায় জলসা-যাত্রীদের ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, তথাপি সবরকম কষ্ট স্বীকার করিয়া ও সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বন্ধুগণ এই আধ্যাত্মিক জলসায় শরীক হওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং খোদাতায়ালার ফজলে এ বৎসর সালানা জলসায় প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের সমাগম হয়, যাহা খোদাতায়ালার ফজলে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী।

বিদেশ হইতেও উল্লেখযোগ্য বর্ধিত সংখ্যায় আহ্‌মদীগণ জলসায় যোগদান করেন। শুধু ইংল্যাণ্ড হইতে ১৫০ জন জলসায় শরীক হন। তেমনিভাবে আমেরিকা, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, ইন্দো-নেশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং অন্যান্য দীপপুঞ্জ শ্রীলঙ্কা ও মরিশাস হইতে দুই শতেরও উর্ধে আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নি জলসায় শামিল হন। তাঁহাদের সকলের থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁহাদের জন্য নিজ নিজ ভাষায় জলসার উর্দু বক্তৃতাগুলি বুঝাইবারও ব্যবস্থা করা হয়।

হুজুর (আইঃ) উদ্বোধনী বক্তৃতায় বিশেষভাবে হাদিসে বর্ণিত হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর দোওয়া সমূহ পাঠ করেন এবং আরবী দোওয়া গুলির সঙ্গে সঙ্গে তরজমা ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাও করেন।

জলসা সালানার দ্বিতীয় দিনে হুজুর (আইঃ) যথারীতি বিভিন্ন জামাতী বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। উহাতে হুজুর আহ্‌মদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী প্রসঙ্গে বহির্দেশে

যে সকল মসজিদ নির্মানের প্রোগ্রাম করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মসজিদ-গোটনবার্গ (সুইডেন)-এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে হুজুর খোদাতায়ালার মহব্বতের জ্যোতির্বিকাশের এক ঈমান বর্ধক ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, লণ্ডন হইতে গোটনবার্গ রওয়ানা হইবার সময় হইতেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে বৃষ্টি হইতে থাকে। এমনকি আব-হাওয়া দপ্তর হইতে মৌসুম সম্বন্ধে পূর্বাভাস প্রচার করা হয় যে, সেই দিন মুষলধারে বৃষ্টি হইবে। হুজুর বলেন যে, এই অবস্থা দেখিয়া তিনি দোওয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখার সময় যেরূপ উপযুক্ত মৌসুম দরকার, তুমি তোমার কুদরতের দ্বারা সেইরূপ মৌসুম সৃষ্টি করিয়া দিও। সুতরাং তদ্রূপই ঘটিয়াছিল। সেই সময় পরিষ্কার রোদ উঠিয়াছিল এবং ভিত্তি-স্থাপনের সকল কার্যক্রম অতি উত্তমরূপে সমাধা হইয়াছিল। কিন্তু যখনই আমরা সেখান হইতে অনুষ্ঠান শেষ করিয়া হোটেলে পৌঁছাই, তখনই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যায়।

অতঃপর হুজুর 'নুসরত জাহান তাহ্রীক'-এর অধীনে আফ্রিকার কতক দেশে যেসব চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, উহাদের অলৌকিক সফলতার কথা উল্লেখ করেন। সেই প্রসঙ্গে হুজুর বলেন যে, সাধারণ অবস্থায় আমরা একজন ডাক্তারকে সেখানে কাজ করার জন্য মাত্র পাঁচ শত পাউণ্ড দেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হুজুর ঘানায় প্রেরিত একজন আহ্‌মদী ডাক্তারের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন যে, উক্ত ডাক্তারের কার্যে আল্লাহ্‌তায়ালা এত বরকত দান করেন যে, এক বৎসর পর যখন তিনি হিসাব-নিকাশ করেন, তখন দেখা গেল সমস্ত খরচ বাদ দিয়া ৪৫ হাজার ষ্টার্লিং পাউণ্ড মুনাফা হইয়াছে। অথচ তিনি সেই সময়ের মধ্যে একটি মোটর গাড়ীও ক্রয় করিয়াছিলেন এবং হাসপাতালের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বিল্ডিংও নির্মান করাইয়াছিলেন

হুজুর বলেন যে, যেদেশেই আমরা যাই, আমরা সেখানকার টাকা সেখানের কল্যাণার্থেই ব্যয় করি। সুতরাং শুধু ঘানাতেই আমাদের ১৬টি সেকেণ্ডারী স্কুল এবং অনেকগুলি ক্লিনিক পরিচালিত হইতেছে। সেইগুলি হইতে দরিদ্রদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়। শুধু ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের নিকট হইতে ফিস ও ঔষধপত্রের দাম গ্রহণ করা হয়। অতঃপর লব্ধ মুনাফার অর্থও সেই দেশের শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রেই ব্যয় করা হয়।

হুজুর (আইঃ) তাঁহার আফ্রিকা সফরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যখন আমি সেখানে গিয়াছিলাম, তখন আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমরা আপনাদের খেদমত ও সেবা করার জন্য আসিয়াছি, আমাদের পূর্বে এখানে খৃষ্টানরা আসিয়াছিল তাহাদের হাতে বাইবেল ছিল এবং উহার পিছনে ছিল তোপ। এইভাবে তাহারা তাহাদের তোপ সমূহের দ্বারা সেই দেশকে গোলাম বানায়। কিন্তু আমরা এখানে কাজ করিয়াছি এবং একটি পাই-কোড়িও এই দেশের বাহিরে লইয়া যাই নাই বরং এই দেশের অধিবাসীদের উন্নতি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যের খরচ করিতেছি এবং খরচ করিতে থাকিব। হুজুর বলেন যে ক্রমশঃ এই প্রোগ্রামকেও কর্যকরী রূপদান করা হইতেছে যে, সেখানকার আসল অধিবাসীরাই যেন সেখানের তবলীগ বরং প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে।

[৮ই জানুয়ারী তারিখের "বদর" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

জলসার প্রথম দিন ২৬শা ডিসেম্বর তারিখে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ইহার মধ্যে সৈয়েদানা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর গভীর তত্ত্বপূর্ণ ও মর্মস্পর্শি দোয়া সমূহ ছিল। এই দিন হুজুর জলসাগাহে শুভাগমন করিয়া জুমার খোৎবা দেন এবং নামায পড়ান। জুমার খোৎবার মধ্যে হুজুর কুরআন মজিদ হইতে মুনাফেকিন সম্পকিত বিভিন্ন আয়াত তেলাওত করেন। ইহার সরল ও সহজ তরজমা করিয়া হুজুর বলেন যে, প্রত্যেক যুগে মুনাফেকিনের উদ্ভব হয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য আল্লাহ্তায়ালা মুনাফেকিনদের সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, উহাদের আলোকে আমাদের সদা সর্তক ও সজাগ থাকা উচিৎ, যাহাতে জামাত সর্বপ্রকার ফেৎনা হইতে নিরাপদ থাকে।

দ্বিতীয় দিবস ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের দ্বিতীয় এজলাসে হুজুর (আইঃ) ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে জ মাতে আহ্মদীয়ার সকল প্রচেষ্টা এবং উহার কল্যাণকর ফলশ্রুতির উপর আলোকপাত করেন এবং আহমদী যুবক গণকে উপাদেশ দেন যেন তাহারা পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখার চুরান্ত জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য এই থাকা চাই যে, নিত্য নব জ্ঞান বিকাশের ফলে ইসলামের উপর সে সব আক্রমণ হইয়া থাকে, সাইয়েদেনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ইচ্ছা ও কামনা অনুযায়ী উহাদের খণ্ডন করিবে এবং ইসলামের প্রাধান্যকে সাব্যস্ত করিয়া দেখাইবে। এই সম্পর্কে হুজুর (আইঃ) এম এস সি পাস করিবার পর উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভের জন্য পাঁচটি অজিফার এলান করেন। এই অজিফাগুলি বৃটেন, আমেরিকা, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া এবং কেনাডার আহ্মদীয়া জমাতের পক্ষ হইতে পেশ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৃটেন ও আমরিকা জমাতদ্বয়ের অজিফার জন্য যোগ্যতার মুকাবেলা খোলা রাখা হইবে। ইহাতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানী অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। হুযুর বলেন যে, ঘানা জমাতের অজিফা কেবল ঘানার আহমদী যুবকগণের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। ইন্দোনেশিয়া ও কানাডার জামাত দ্বয়ের অজিফা লাভের জন্য তাহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কেবল আহমদী যুবকগণ মোকাবেলায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় দিবস ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্তি এজলাসে হুজুর (আইঃ) এক ঈমাম উদ্দীপক বক্তৃতা দেন। উহার মধ্যে অপরাপর বিষয় ছাড়া হুজুর ইসলামী নীতি সমূহের গুরুত্ব কুরআন মজিদ ও হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বাণী সমূহের আলোকে বর্ণনা করেন এবং যথাসম্ভব সত্বর সন্তান সন্ততিকে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে ইসলামী নীতি সমূহের শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে

এবং তদনুযায়ী এক মহান তরবিয়তী জেহাদের এলান করেন এবং জামাতের বন্ধুগণকে উপদেশ দেন যেন তাহারা এই তরবিয়তী এবং আমলী জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্য নিজেদের কোমর শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লয়, যাহাতে জামাতে আহমদীয়ার সকল স্তরে ইসলামী নীতি সমূহের বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে প্রশিক্ষন হয় এবং এই শিক্ষার আমল যেন তাহাদের সারা জীবনকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। আমাদের আদর্শ যেন ইসলামের সেই শুভ দিনকে নিকট হইতে নিকটতর করিবার উপলক্ষ্য হয়, যখন সমস্ত দুনিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পতাকাতলে একাত্রিত হইবে। ইনশাল্লাহ্।

সালানা জালসায় যোগদানকারীগণের সংখ্যা। আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ ফজল ও অনুগ্রহে এবারকার জলসা উপলক্ষে যদিও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্পেশাল ট্রেনের কোন বন্দবস্ত করে নাই এবং জমাতের বন্ধুগণের যথা সময়ে রাবওয়া পেঁছার পথে নানান প্রকার বাধা বিপত্তি ছিল, তথাপি তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় হাজির হইয়াছিল এবং সকল প্রকার দুঃখ ক্লেশকে সহাস্য বদনে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা দলে দলে আপন কেন্দ্রে পেঁছিয়াছিল। হুজুর (আইঃ) তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে জানান যে, পুরুষ এবং স্ত্রীর জলসাগাহের মধ্যে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা গণণা অনুযায়ী এক লক্ষ এক হাজার সাত শত ছিল। এতদ্ব্যতিরেকে জলসা গাহের বাহিরে বসিয়া হাজার হাজার লোক বক্তৃতা শুনিতেছিল। ইহা ছাড়া আরও হাজার হাজার বন্ধু জলসা উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় ডিউটিতে নিযুক্ত ছিল। ইহা-দের সকলের শামিল করিলে জলসায় যোগদান কারীগণের সংখ্যা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সোয়া লক্ষের উপর হইবে—আলহামদুলিল্লাহ্।

খোদাতায়ালার আর এক ফজল

২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাত্রে রাবওয়ার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এই বর্ষণ ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে জলসার কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অল্প বিস্তর জারি ছিল এবং আকাশ ঘণঘটায় আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু হুজুর (আইঃ) জলসা গাহে শুভাগমন করিয়া যোহর ও আসরের নামায পড়াইয়া জলসার শেষ এজলাস শুরু করিলে, খোদাতায়ালার ফজলে সহসা আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া মৌসুম ভাল হইয়া গেল। হুজুর (আঃ) এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আজ সকালে এজলাসের সময় যখন বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তখন ইন্‌তে-জামকারীগণ আমাকে জিজ্ঞসা করিল যে, আমার আজ কি প্রোগ্রাম হইবে। আমার সন্দেহ হইল তাহারা বোধ হয় ভাবিতে-ছিল যে, বৃষ্টি হইতে থাকিলে হয়তো আমি জলসায় যোগদান করিব না। তাই আমি জবাবে বলিলাম যে, যদি মুষল ধারেও বৃষ্টি হয়, তবু আমি নিশ্চয় যাইব এবং যে সব

ভাই খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে বৃষ্টির মধ্যে বসিয়া জলসায় বক্তৃতা শুনিতেছে, আমি তাহাদের সঙ্গি হইব। কিন্তু যখন আমি বক্তৃতা দিবার জন্য আসিলাম তখন খোদাতায়ালার কি অপার অনুগ্রহ যে, মৌসুম ভাল হইয়া গেল। (বন্ধুগণ খোদাতায়ালার প্রশংসায় নারা ধ্বনি দিলেন এবং সারা জলসাগাহ তকবীর ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল।)

সমাপ্তি এজলাসে হুজুর (আইঃ)-এর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা

পূর্ব বর্ণিত মত আসরের নামাযের পর জলসার কাজ শুরু হইল। প্রথমে হাফেয কারী মোঃ আশেক নাহেব কুরআন তেলাওত করেন। পরে সাকেব জীরবী সাহেব এক তাজা রচিত নাতীয়া কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর হুজুর (আইঃ)-এর আদেশ ক্রমে মোহতারম চৌধুরী শব্বির আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর নিম্ন লিখিত কবিতা পাঠ করেন।

حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی
ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی

"সকল প্রসংশা সেই সত্বার, যিনি চিরস্থায়ী তাহার সমতুল্য কেহ নাই, না কোন দ্বিতীয়।"

অতপর ২টা ৪০ মিনিটের সময় হুজুর (আইঃ) তাশাহুদ, তাওউজ ও সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর এক জ্ঞান গর্ভ সমাপ্তি ভাষণ দেন। হুজুর বলেন ইসলাম পূর্ণ ধর্ম, স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন মজিদে ঘোষণা করিয়াছেন اليوم اكملت لكم دينكم অর্থাৎ, "অদ্য পূর্ণ করিয়াছি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে"। কিন্তু মানুষ সাধারণভাবে যেরূপ বুঝিয়া থাকে যে, পূর্ণ ধর্ম কেবল কয়েকটি কথার নাম, ইহা সেরূপ নহে। বরং ইহার শিক্ষা মানুষের সারা জীবনকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে বুনিয়াদী ভাবে ইসলাম দুইটি বিষয়ের উপর স্থাপিত।

(১) হকুকুল্লাহ্—আল্লাহ্‌র অধিকার সমূহ এবং (২) হকুকুল এবাদ—বান্দাগণের অধিকার সমূহ। এই দুই প্রকারের হক মানুষ যদি পূর্ণ ভাবে আদায় করে, তাহা হইলে সে পূর্ণ মুসলমান হইয়া যায়। হকুকুল্লাহ সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, মানুষ যদি নিজের সকল শক্তিকে আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেয় এবং শুধু প্রাণ নহে বরং সারা জীবন এই পথে উৎসর্গ করে, তাহা হইলে সে দাবী করিতে পারে যে, সে খোদাতায়ালার হক আদায় করিয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ হইল হকুকুল এবাদ। হযরত রসুল করীম সাঃ) বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা আমাকে উচ্চাঙ্গের নীতি সমূহকে পূণতা দান করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে কুরআনের তালিম এবং হযরত রসুল

(সা:)-এর আদর্শকে যেন আমাদের জীবনের প্রত্যক পর্যায়ে এবং ক্ষেত্রে রূপায়িত করি।

হুজুর (আই:) ইসলামী নীতি সমূহের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর বিখ্যাত পুস্তক ইসলামী উসূল কি ফিলোসফীর কিছুটা বিবরণ দান করেন। তিনি বলেন যে, মানুষকে খোদাতায়ালা বিভিন্ন প্রকারের যে সব দৈহিক, বুদ্ধি-সংক্রান্ত, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়াছেন এ সম্বন্ধে ইসলাম আমাদিগকে মনোজ্ঞ এবং বিশদ বর্ণনা দিয়াছে। ইহা আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে প্রথমে পশু জীবন ছাড়িয়া মানুষ হও। ইহা পরে আমাদিগকে প্রাথমিক নীতি সমূহ শিক্ষা দেয় এবং পরিশেষে বা-খোদা মানুষ বানাইয়া আধ্যাত্মিক উচ্চতর স্তর সমূহ হাসিল করার যোগ্যতা দেয়। এই সম্পর্কে হুজুর দুইটি বুনিয়াদী নীতির উল্লেখ করেন অর্থাৎ শেরক পরিত্যাগ করার এবং সৃষ্ট জীবের ভাল করার। ইসলামী নীতি সমূহকে দৃষ্টান্ত দিয়া বর্ণনা করিবার পর হুজুর বলেন যে, ইসলাম মানুষকে ছোট ছোট জিনিষ হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় বিষয় সম্পর্কে আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করে। আমাদের কর্তব্য যেন আমরা ইসলামী নীতি সমূহ বুঝি এবং শিক্ষা করি এবং আমল করি। কারণ ইহা ব্যতিরেকে আমরা খোদাতায়ালার ভালবাসা লাভ করিতে পারি না এবং দুনিয়ায় ইসলাম কায়েম করিতে পারিব না। অবশ্যই ইহা সত্য যে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নির্ধারিত হইয়া আছে, কিন্তু এ কাজ ফেরেশ্তা আসিয়া করিবে না। এ কাজ আমাদিগকেই করিতে হইবে। ইহার জন্য সহি পথ অবলম্বন করা আমাদের কর্তব্য। প্রথমে নিজে ইসলামী নীতি সমূহ শিক্ষা কর এবং সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা দাও এবং এই সমুদয়ের উপর আমল করিবার চেষ্টা কর। হুজুর বলেন এখন আমি এই মহান আমলী ও তরবিয়তী জেহাদের এলান করিতেছি যে, আমাদের জমাত যেন অবিলম্বে ইসলামী নীতি সমূহ নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উলেমা নিযুক্ত করে। তাহাদের কাজ হইবে নবী করীম (সা:)-এর আদেশাবলীকে একত্র করা এবং উহাদিগকে জমাতের পুরুষ স্ত্রীলোক ছেলে বৃদ্ধ এবং যুবকদের সম্মুখে এরূপ ভাবে পেশ করা, যাহাতে তাহারা উত্তম ভাবে ওয়াকেফহাল হইয়া যায় এবং আমল করিবার চেষ্টা করে। এই কাজের জন্য এখন হইতে জমাতের বন্ধুগণের প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। প্রথমে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, অতঃপর মেয়েদের সম্বন্ধে এবং তাহাদের ভবিষ্যত বংশধরগণের জন্য চিন্তা করিতে হইবে। আল্লাহ্তালা আমাদিগকে সফল মনোরথ করুন এবং আমরা যেন আমাদের ব্যক্তিগত এই জামাতী জীবনে এমন ভাবে চলিতে পারি যেন উহাতে ইসলামী নীতি সমূহ রূপায়ীত হয়।

এজতেমায়ী দোয়া

অবশেষে হুজুর বলেন যে এখন আমরা এজতেমায়ী দোয়া করিব। আমাদের দোয়ায়, দুনিয়ার সকল মানুষ শামিল থাকা চাই। রুশের অধিবাসী নাস্তিকগণ ও ধনতান্ত্রিক দেশের অধিবাসীগণকে খোদা শুভ বুদ্ধি, বিবেচনা ও অন্তর দৃষ্টি দান করুন। দুনিয়ার অধিবাসীগণ নিজেদের হাত দিয়া এরূপ উপকরণের সৃষ্টি করিতেছে, যদ্বারা সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। দোয়া কর যেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে শুভ বুদ্ধি দেন। অতঃপর মুসলমানগণ রহিয়াছে, যাহাদের সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন।

অর্থাৎ "দিল তুমি তাহাদের প্রতিও নেক দৃষ্টি রাখ, কারণ তাহারাও আমার রসুলের ভালবাসার দাবী রাখে।" দোয়া কর যেন খোদাতায়ালা তাহাদিগকেও ইসলামের সত্যতা জ্ঞান, দরদ এবং ভালবাসা দান করেন।

হুজুর বলেন, আমাদেরও জামাত রহিয়াছে যাহাদিগকে দুনিয়ার লোক মন্দ বলে। আমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় এবং শাস্তির যোগ্য সাবস্ত্য করা হয়। যদি ইসলামকে জিন্দা করিবার জন্য আমাদের মস্তক দানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে খোদার কছম আমাদের নিজেদের গর্দান কাটাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। (তকবীরের নারা ধ্বনি)। কিন্তু খোদাতায়ালার বাশারাত সমুহ আমাদিগকে জানাইয়াছে যে আমরা মরিবার জন্য নহে বরং জিন্দা থাকিবার ও জিন্দা করিবার জন্য অভ্যুথিত হইয়াছি। আমরা পরাজয়ের জন্য নহে বরং কৃতকার্যতার জন্য হইয়াছি। খোদাতায়ালা আমাদের স্বত্তায় অকৃতকার্যতার উপাদানই সৃষ্টি করেন নাই। আমরা দুঃখ দিবার জন্য নহে বরং সুখ দিবার জন্য এবং মারিবার জন্য নহে বরং জিন্দা করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছি। দুনিয়ায় লোক যে ভাবে ইচ্ছা আমাদের প্রতি ব্যবহার করিতে পারে। আমাদের নিজেদের পক্ষ হইতে তাহাদের সর্বময় কল্যাণের চেষ্টা করিব।

সর্বশেষে হুজুর এক সুদীর্ঘ আবেগ ভরা এজতেমায়ী দোয়া করেন। পরে জমাতের বন্ধুগণকে আস্‌সালামু আলায়কুম ও রহমাতুল্লাহে ও বারাকাতুহু বলিয়া হুজুর দোওয়ার সহিত সকলকে বিদায় দেন। এই ভাবে জামাত আহ্‌মদীয়ার বরকতপূর্ণ ৮৩তম সালানা জলসা সর্ব প্রকার মঙ্গলের সহিত সমাপ্ত হয়।

(লণ্ডন হইতে প্রকাশিত জানুয়ারী ১৯৭৬ সালের আহ্‌মদীয়া বুলেটিন হইতে উদ্ধৃত)।

রবওয়ার সালানা জলসায় যোগদানের পর

৭৮-জন বিদেশী আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির কদিয়ান যিয়ারত

ইউরোপ, আমেরিকা ও ইন্দোনেশিয়ার বন্ধুগণের পরস্পর মহা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের ঈমান-আফ্রোয দৃশ্য

রবওয়ার সালানা জলসায় যোগদানের পর ৭৮ জন বিদেশী আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নি উক্ত তারিখের সন্ধ্যায় কাদিয়ানে আগমন করেন এবং পবিত্র স্থান সমূহের যিয়ারত লাভ করিয়া ৩রা জানুয়ারী বিদায় গ্রহণ করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এ বৎসর বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও রবওয়ার সালানা জলসায় প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। বিদেশ হইতেও আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ দলে দলে আসিয়া জলসায় শরীক হন। এই বিদেশী ভ্রাতাগণের মধ্য হইতে ৭৮ জন সেখানকার জলসায় শরীক হওয়ার পর কাদিয়ান শরীফের যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইংল্যাণ্ড হইতে ৩৯ জন, আমেরিকা হইতে ৩২ জন, নাইজেরিয়া হইতে ২ জন, সিয়েরালিউন হইতে ৪ জন, সুইডেন হইতে ১জন, জার্মানী হইতে ১ জন এবং ইণ্ডোনেশিয়া হইতে ১১ জন আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি আগমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিগত বৎসরও রবওয়ার জলসায় যোগদানের পর কাদিয়ানের যিয়ারত লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত কাফিলার মধ্যে একজন বয়ঃবৃদ্ধ বুজুর্গও ছিলেন। এই রুহানী সফরের আগ্রহ ও অনুরাগ তাঁহাকে এই বৃদ্ধকালেও যৌবনের উদ্দীপনা দান করিয়াছিল। তিনি ছিলেন সিয়েরালিউনের আল-হাজ্ব আবু-রোজর্স। তাঁহার ইখলাস ও কুরবানীর উচ্ছাস ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহার সুন্দর ও সুপ্রসস্ত বাড়ী ঘর ও জমীন জমাতের মিশন (প্রচার-কেন্দ্র) এবং সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য ওক্‌ফ করিয়াছেন।

সীমান্ত হইতে দুইটি বাসে চাপিয়া বিদেশী আহ্‌মদীগণের উক্ত কাফিলা কাদিয়ানে পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার জন্য দরবেশানে-কাদিয়ান, আমীরে-মোকামী হযরত মৌলানা আবদুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে আগাইয়া যান এবং বিদেশী মেহ্‌মানদিগকে প্রাণ চালা সম্বর্ধনা জানান। তেমনিভাবে তাঁহাদের সম্মানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের প্রতি তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অভিব্যক্ত করিয়া অত্যন্ত সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

[সাপ্তাহিক বদর (কাদিয়ান)
৮ই জানুয়ারীর সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

উগাণ্ডা হইতে বিদেশী আহ্‌মদী ভ্রাতার ঢাকায় আগমন

রবওয়ার জলসায় যোগদানকারী বিদেশী আহ্‌মদী ভ্রাতাগনের মধ্য হইতে উগাণ্ডার মহতরম মাহমুদ আহমদ ভাট্টি সাহেব সরকারী কাজে ঢাকাও সফর করেন। তিনি স্থানীয় ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গত তারিখে ঢাকায় জুমার নামাজ আদায় করেন—এবং বাদ জুম্মা বক্তৃতা প্রসঙ্গে রবওয়ার জলসার বহু খবর শোনান। স্থানীয় ভাইদের সঙ্গে মিলিতে পারিয়া তিনি খুব খুশী প্রকাশ করেন। তিনি জামাতের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানান। বন্ধুগণ তাঁহার জন্য দোয়া করিবেন। (নিজস্ব সংবাদ দাতা)

শুভ বিবাহ

আল্লাহতায়ালার ফজলে গত কিছুদিনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবাহসমূহ সুসম্পন্ন হয়:

(১) ১২ই ডিসেম্বর তারিখে কুমিল্লার এ, টি, এম, হক সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব নাজমুল হকের সহিত তেজগাঁ নিবাসী ব্যারিষ্টার মোঃ সামছুর রহমান সাহেবের কন্যা মুসাম্মৎ খালেদা পারভীনের শুভ বিভাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেন-মোহর ৪১০০ (চারি হাজার একশ) টাকা।

(২) ১৮ই জানুয়ারী তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মরহুম আওসাফ আলীর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আলীর সহিত তেজগাঁর আব্দুল মজিদ সাহেবের কন্যা মুসাম্মৎ নাজমা বেগমের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেন-মোহর ২৫০০/—(আড়াই হাজার) টাকা।

(৩) ৩রা জানুয়ারী তারিখে হাইমচর (কুমিল্লা) নিবাসী আবদুল মান্নান সরকারের (খাদেম বাংলাদেশ আঃ আহমদীয়া) সহিত নারায়ণগঞ্জের আকবরনগর নিবাসী মোসলেম খান সাহেবের কন্যা মুসাম্মৎ রহিমা খাতুনের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেন-মোহর—১২০০ / (বার শত) টাকা।

(৪) ৪ঠা জানুয়ারী' জামালপুর নিবাসী জনাব ওয়াসিম উদ্দীন সাহেবের ছেলে জনাব হাবিবুল্লাহ্‌র ঢাকা শাহ্‌জাহানপুর নিবাসী জনাব আবদুল কাদের ভূঁইয়া সাহেবের কন্যা মুসাম্মৎ জুবাইদা খাতুনের শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেনা-মোহর ২৫০০ (আড়াই হাজার) টাকা।

(৫) আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র মোঃ হামিদুর রহমানের সহিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী মরহুম সৈয়দ অবদুল জলীল সাহেবের কন্যা মুসাম্মৎ আনওয়ারা বেগমের সহিত সুসম্পন্ন হয়। দেন-মোহর ৫০০০৲ (পাঁচ হাজার) টাকা।

বন্ধুগণ সকল বিবাহ যাহাতে সর্বাঙ্গীন বা-বরকত হয় তজ্জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সেমিনার

গত ২৫শে জানুয়ারী রবিবার বাদ মাগরেব চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামূল আহমদীয়ার উদ্যোগে আহ্মদীয়া মসজিদে 'দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ' এর ওপর এক মনোজ্ঞ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব এতে সভাপতিত্ব করেন।

সেমিনারে আনসার, খোদ্দাম, লাজনা ও আতফাল সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমন্ত্রিত শিক্ষিত ও সম্মানিত গয়ের আহ্মদী মেহ্মান উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা হইতে জনাব মোঃ ফজলুল করিম মোল্লা সাহেবও জনাব আমীর সাহেবের সাথে সেমিনারে যোগদান করেন।

স্থানীয় খাদেম কাওসার আহ্মদ কর্তৃক পবিত্র কুরআন তেলাওতের পর সন্ধ্যা ৬টায় সেমিনারের কাজ আরম্ভ হয়। এতে চারিটি তত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এর মধ্যে তিনটি খোদ্দামের এবং একটি আনসারের পক্ষ থেকে। প্রবন্ধ পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব ফজলুর রহমান, জনাব জাফর আহ্মদ, জনাব মোনেম বিল্লাহ্ এবং আনসারদের মধ্য হতে জনাব ফরীদ আহ্মদ সাহেব।

সেমিনারের দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রোতৃ মণ্ডলীকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয় কিন্তু কেহ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি।

চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহ্মদ খান সাহেব "দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ' এর ওপর কিছু আলোকপাত করেন। সব শেষে সভাপতি মহ্তরম আমীর সাহেব উক্ত বিষয়ে সার্বিকভাবে তত্ব ও তথ্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। রাত ৮.৫০ মিনিটে দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্য্য শেষ হয়। সভা শেষে আমন্ত্রিত গয়ের আহ্মদী মেহমান-বৃন্দ গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আমন্ত্রিত মেহমানদের সম্মানে এক চা-চক্রের আয়োজন করা হয়।

মজলিসের স্থানীয় কায়েদ জনাব এ. বি. এম. এ. সাত্তার এবং বিভাগীয় কায়েদ জনাব এস. এ. নিযামী সাহেবের তত্বাবধানে খাদেমগণের আন্তরিক পরিশ্রম ও সহযোগীতা এবং বিভাগের বিভিন্ন জামাত হতে খাদেমগণের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যোগদান এ সেমিনারকে সাফল্য মণ্ডিত করেছে।

উল্লেখযোগ্য যে পূর্বাহ্নে বৈকাল ৫ টায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার আমীর সাহেব চট্টগ্রাম আঞ্জুমানের মসজিদ প্রাঙ্গণে নব নির্মিত পাঠাগারের উদ্বোধন করেন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মাসিক সেমিনার

(বিশেষ আলোচনা সভা)

বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে মাসিক সেমিনারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইতিমধ্যে ঢাকা (নারায়নগঞ্জ ও তেজগাঁ মজলিস সহ), চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে নিয়মিতভাবে মাসিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। এখন হইতে বিভিন্ন মজলিসকে নিয়মিতভাবে সেমিনারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে :—

(১) উপরোক্ত মজলিসগুলি ছাড়াও অন্যান্য মজলিসে অথবা আসে-পাশের ৩/৪টি মজলিস সম্মিলিতভাবে মাসে একটি করিয়া সেমিনারের ব্যবস্থা করিবে। সংশ্লিষ্ট মজলিসের কায়েদ / জিলা কায়েদ অথবা বিভাগীয় কায়েদ মিলিতভাবে প্রোগ্রাম করিবেন।

(২) উক্ত সেমিনারে আগ্রহী এবং শিক্ষিত সকল খোদ্দামকে অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রত্যেক সেমিনারের কার্য-বিবরণী নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অফিসে পাঠাইতে হইবে। এই সকল কার্য বিবরনী সংক্ষিপ্তাকারে আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।

(৩) প্রত্যেক সেমিনারে কমপক্ষে ২ জন শিক্ষিত খোদ্দাম একটি পূর্ণ নির্ধারিত বিষয়ের উপর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। এই সকল প্রবন্ধ লেখার সময় তাঁহারা জামাতের পুস্তক সমুহ হইতে এবং স্থানীয় জামাতের মুরুব্বী, মোয়াল্লেম ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিবেন। আলোচনার বিষয় বস্তু প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক লিখিত পুস্তকাবলম্বনে সেমিনার করিতে বিশেষভাবে বলা যাইতেছে।

(৪) প্রত্যেক আলোচনা সভায় স্থানীয় মুরুব্বী ও প্রেসিডেন্ট সাহেব সহ আরো ২।১ জন জামাতী মসলা-মাসায়েল ও আকীদা সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন এমন ব্যক্তি মিলিতভাবে আলোচনার সময় উপস্থিত থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন সভাপতি হইবেন। সংশ্লিষ্ট কায়েদ অথবা তাঁহার প্রতিনিধি আলোচনা পরিচালনা (Conduct) করিতে পারিবেন, প্রোগ্রাম ও কার্য-বিবরণী তৈয়ারী করিবেন।

(৫) লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করার পর আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন উত্তর ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিতে হইবে, যাহাতে উপস্থিত শ্রোতাগণকে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি সেমিনারের বিষয় বস্তু নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

(ক) "আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর তাৎপর্য" সেপ্টেম্বর/১৯৭৫ ইং

(খ) "মোকামে মোহাম্মদ (সাঃ)" ঐ

(গ) 'ইসলামী নীতি-দর্শন" পুস্তক অবলম্বনে আলোচনা অক্টোবর/১৯৭৫ ইং

(ঘ) "তবলীগে হক" পুস্তক অবলম্বনে আলোচনা ঐ

(ঙ) "তাজাল্লীয়াতে এলাহীয়া" পুস্তক অবলম্বনে আলোচনা ডিসেম্বর/১৯৭৫ ইং

(চ) "খৃষ্টান সিরাজুদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর" পুস্তক অবলম্বনে আলোচনা। জানুয়ারী/১৯৭৬ ইং

বিঃ দ্রঃ—ইহার পর হইতে প্রত্যেক সেমীনার সম্বন্ধে পৃথকভাবে কার্য-বিবরণী প্রকাশ করা হইবে। ইনশাআল্লাহ্। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে রোজ শুক্রবারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর "ফাতাহ্ ইসলাম" শীর্ষক পুস্তকাবলম্বনে জু'মার নামাযের পর সেমিনার অনুষ্ঠিত হইবে। আগ্রহী বন্ধুদেরকে উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

খাকসার—

মোঃ খলিলুর রহমান
নায়েব সদর মজলিস,
বাংলাদেশ মঃ খোঃ আঃ

মজলিসে আনসারুল্লাহর নির্বাচন ও বাজেট প্রনয়ণ

১। যে সমস্ত জামাতে মজলিসে আনসারুল্লাহ্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেই সকল জামাতে সত্বর মজলিসের নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া অত্র অফিসে জনাব নাজেমে আলা সাহেবের অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্ট সাহেবানদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

২। যে সমস্ত মজলিসে আনসারুল্লাহ্র এখনও বাজেট তৈরী হয় নাই, তাহাদিগকে সত্বর উহা তৈরী করিয়া অত্র অফিসে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। ইতি

ওয়াস্-সালাম খাকসার

শহীদুর রহমান
মোতামদ উমুমী,
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্
৪ নং বকশী বাজার রোড ঢাকা—১

শোক সংবাদ

আমাদেরকে অতীব দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে বন্ধুগণের নিকটে এই দুঃখময় সংবাদ জানাইতে হইতেছে যে,

বিগত ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ইং তারিখে রবওয়ায় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বুজর্গ মহতারম চৌধুরী মোজাফফর উদ্দীন সাহেব, হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া এন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে··· ··· ··· ··· রাজেউন) হযরত আকদাস আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) মরহুমের জানাযার নামায পড়ান এবং জানাযার খাটিয়াতে স্কন্ধ লাগান। মরহুম চৌধুরী সাহেবকে বরওয়ার বেহেশ্‌তী মকবেরায় মুবাল্লেগীনের জন্য নির্ধারিত খাস বেষ্টনীতে দাফন করা হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার রুহের মাগফেরাত করুন এবং তাঁহার দারাজাতকে বুলন্দ করুন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলকে এই অপূরণীয় ক্ষতি ও দুঃখ সহিবার তৌফিক দান করুন এবং হাফেজ ও নাসের হউন।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং আরও অনেক জামাতে মরহুমের নামায জানাযায়ে গায়েব পড়া হয়।

একটি শুভ সংবাদ

পশ্চিম বঙ্গের বশির হাট সাবডিভিশনের কবিরা গ্রামে বিগত ঈদুল আযহার পবিত্র দিনে ২২ জন বয়েত করিয়া আহ্‌মদীয়া জামাতে দাখিল হইয়াছেন। উল্লেখ্য যে, বিগত এপ্রিল মাসে ২০ জন বয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আল-হামদুলিল্লাহ্। বন্ধুগণ উক্ত নব-দীক্ষিত ভ্রাতা-ভগ্নিগণের ঈমানের উন্নতি ও মজবুতির জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

[সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান) হইতে উদ্ধৃত]

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার একমাত্র মুখপত্র "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকা। অত্রদেশে আহমদীয়া মতবাদের আর দ্বিতীয় কোন পত্র-পত্রিকা নাই। সুতরাং জামাতের বন্ধু ও সহৃদয় পাঠকগণ ইহা নিজেরা পড়ুন, অন্যদের পড়ান এবং ইহার গ্রাহক সংখ্যা বাড়াইবার জন্য সচেষ্ট হউন। আল্লাহ্‌তায়ালা সকলের কল্যাণ করুন।

সম্পাদক

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল:

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন:—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমারা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্ত্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টকান জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত: বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

31st January 1976 THE AHMADI Regd. No. DA—12

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্ পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়্যেদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ)।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.